নওরোজ

আকরম হোসেন

প্রকাশক
কাজী আকাম উদ্দিন
৮।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কয়ার) কলিকাতা।

[পাঁচ সিকা]

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
এস্, কে, প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

সুদীর্ঘ পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমরা চারিজন সাহিত্যিক * মুস্‌লিম বঙ্গভাষার অতি শৈশব সময়ে সাহিত্যের যে ভিত্তিস্থাপন করিয়া তদুপরি উদ্যান প্রস্তুত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলাম, সুখের বিষয় আজ সেই ভিত্তির উপরে—সেই উদ্যানে অসংখ্য মুস্‌লিম তরুণ কবি বহুবিধ পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ আবার সেই ভিত্তির উপরে, সেই উদ্যানে ফুলকুলশোভিত নূতন একটি মঞ্জু কুঞ্জকানন সৃষ্টির সুসংবাদ প্রিয় পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিয়া আমি গৌরব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি। দুঃখের বিষয় আমার সেই সঙ্গীয় তিনজন এখন ইহজগতে নাই। তাঁহারা এখন জীবনের পরপারে।

সুবিখ্যাত **"ইস্‌লামের ইতিহাস"** প্রণেতা কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজের সুযোগ্য প্রফেসর মৌলবী কাজী আকরম হোসেন এম্‌-এ সাহেবের **"নওরোজ"** কাব্যখানাই সেই মঞ্জু কুঞ্জকানন। আমি ইহাতে পরিভ্রমণ করিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়াছি। ইহার কবিতা-গুলি বর্ত্তমান যুগের দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি নহে। হেঁয়ালির দুর্গ হইতে ভাব ও মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে রীতিমত যুদ্ধ করিয়া শব্দরূপ ইট্ পাটিকেলগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু এ কাব্যখানি সেরূপ নহে। ইহার ভাষা খুব মনোরম, কোথাও কট্‌মটি নাই, কষ্টকল্পনা নাই, নদীর জলের ন্যায় কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া বহিয়া

* শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়ার মীর মোশার্‌রফ হোসেন, ময়মনসিংহ চারাণের পণ্ডিত রেয়ায উদ্দীন ও এই দরিদ্র লেখক,—বঙ্গভাষার সেই অতীত যুগে এই চারিজন সাহিত্যিক ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান লেখকই ছিলেন না।

যাইতেছে। কবিতার প্রসাদগুণই হইতেছে যে, উহা পাঠ করা মাত্র উহার মনোরম ভাব-তরঙ্গগুলি হৃদয়ের মাঝে বসন্তের মলয়ানিলের ন্যায় ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বহিয়া যায় ও কানের ভিতর দিয়া মরমে ও প্রাণের নিভৃত কোণে প্রবেশ করে ; এ কাব্যে সে গুণ যথেষ্ট আছে।

"নওরোজ" ফুলবাগানের কবিতাগুলি যেন সদ্য প্রস্ফুটিত এক একটি সুরভি কুসুম। আমি আশীর্ব্বাদ করি এই শক্তিশালী কবি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া উত্তরোত্তর তাঁহার সুগভীর ভাবপূর্ণ কবিতা-কুসুমের মালা গাঁথিয়া মুস্‌লিম বঙ্গ সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী করুন। বঙ্গীয় মুস্‌লিম সমাজে এই মনোরম কাব্যখানা খুব সমাদৃত হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতি

আগ্‌লা—পূর্ব্বপাড়া
ঢাকা

কায়কোবাদ

১৩৩৮ সন, ১৪ই জুন

উদ্বোধন

[যে কয়জন লোক সর্ব্বপ্রথম হজরতের নবুয়তে ইমান আনিয়াছিলেন হজরত বেলাল (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে একজন। বেলাল জাতিতে হাবশী; প্রথমে তিনি কোরেশ বংশীয় জনৈক ধনী লোকের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মুনিব তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। ধর্ম্মত্যাগ করাইবার জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করা হইত, তারপর মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর বুকে বিশাল পাথর চাপা দিয়া প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত। বেলালের প্রতি এই নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনী ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। হজরত আবুবকর (রাঃ) ইহা শুনিয়া অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বেলালকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করেন। হিজরতের পর মদিনা শরীফে যখন প্রথম মস্জিদ নির্ম্মিত হয় তখন হজরত বেলাল উহার মোয়াজ্জেন নিযুক্ত হন।]

আয় বেলাল
নও হেলাল
ইস্‌লামের এ
দুর্দ্দিনে ;
দে আজান
খোশ লাহান
ডাক্ রে যত
মু'-মিনে

বে-খবর
বে-ওজর
ঘুমায় যত
শেরে নর্
ভাঙ্‌রে ফের
ঘুম তাদের
আওয়াজে তোর
পুর ফখর্

নও হেলাল—দ্বিতীয়ার চাঁদ। খোশ লাহান—মিষ্ট স্বর। শেরে নর্—পুরুষ সিংহ। পুর ফখর্—গৌরবদৃপ্ত।

ইমান যায়
আমান যায়
যায় রে সামান
　　আক্‌বতের ;
　　　　ডাক্ রে ডাক্
　　　　দে-রে হাঁক
　　　　ভাঙ্‌রে তাদের
　　　　　　নেশার জের।

দে আজান
ভর্ জাহান
মুশ্‌দা ভরা
　　তোর স্বদায় ;
　　　　হইবে ফের
　　　　খোদ হাজের
　　　　রহ্‌মত আবার
　　　　　　এই ধরায়।

　　ডুব্‌ছে যে
　　লুট্‌ছে যে
　　হাতটি ধরি
　　　　তোল্ তারে ;

আমান—শান্তি। সামান—পুঁজি। আক্‌বতের—পরকালের। মুশ্‌দা-সুসংবাদ। স্বদায়—স্বরে। রহ্‌মত—কল্যাণ।

জোশের বান
দিবে জান
শিথিল হাতের
পাঞ্জারে।

বুকে সঙ্গ্
পিঠে যঙ্গ্
আবার হোল
মুস্‌লিমের ;
নিজ মেসাল
দে বেলাল
মুছে দে গম্
গমগিনের।

জোশের—উৎসাহের। সঙ্গ্—পাথর। যঁঙ্গ্—দাগ। মেসাল—দৃষ্টান্ত। গম্‌গিনের—বেদনা-ক্লিষ্টের।

সত্তাম্বেষণ

সালাম আলায়কুম !

নিকটে যাহারা আছ এস আজি করি গলাগলি,
দূরেতে যাহারা আছ মনে মনে তাহাদেরও বলি,
দুনিয়ার যে কোণেতে যেথা যেবা বাঁধিয়াছ বাসা,
স্ত্রীপুরুষ শিশু যুবা ছোট বড় ভদ্র কিবা চাষা ;
ভাল হও তারে কহি, মন্দ যেবা তারে দি না বাদ ;
মিত্র হও দিব কোল, শত্রু হও তারও নাহি বাধ ;
জগতের যেথা যারা লভিয়াছ ইমানের দান—
সবে কহি, 'লভ শান্তি', স্নিগ্ধ হোক তৃপ্ত হোক প্রাণ
'সালাম' সবারে কহি আজি এই মধুর প্রভাতে,
সব ব্যথা গেল চলি সুধাময় আলোক সম্পাতে ;
দেখ চেয়ে আজ ভোরে সুসময়ে ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
কহি তাই সালাম সবারে—সালাম আলায়কুম !

'লভ শান্তি,' এই বলি করি মোরা প্রীতি সম্ভাষণ,
ইস্‌লাম চাহিছে শান্তি, শান্তি তার অন্তরের ধন ;
শান্তি তার বীজমন্ত্র ; শান্তি আনি ব্যথিত ধরায়
গড়িল নূতন করি, চেয়ে দেখ ওই দেখা যায়।
ওই দেখ মরুচর বেদুইন আরবের দল,
অবিচার অনাচার ব্যভিচার চলিছে কেবল।
মন্দিরের চারিপাশে নরনারী উলঙ্গ শরীর,
পাপের দুর্ব্বার স্রোতে প্লবমান অঙ্গ ধরণীর !
কুৎসিত প্রমোদ যত নিরর্থক হীন আয়োজন,
তরু-লতা-মূর্ত্তি পূজা, শিশু হত্যা চলে অগণন।
ভা'য়ে ভা'য়ে বিসম্বাদ, গৃহে গৃহে রক্তঋণ শোধ,
নিষ্ঠুর আচার যত হরিয়াছে কাণ্ডজ্ঞান বোধ।
আঁধার ছাইয়া আছে দুঃখভরা জগতের বুকে,
করুণ কাতর চোখে কেঁদে কেঁদে চাহে ঊর্দ্ধমুখে।
ওই দেখ যবনিকা ধীরে ধীরে হোয়ে যায় দূর,
ক্ষীণরেখা চন্দ্রলেখা আনিয়াছে আলোকের সুর।
দিনে দিনে বর্দ্ধমান শশীকলা আকাশে উদয় ;
আলোকের জয়গানে অন্ধকার হইল বিলয়।
মরতের বুকে হাসি ঝিলিমিলি ফুটিয়া উঠিল,
শান্তিপ্রীতি আনন্দের স্বরগের মহিমা ঘোষিল।
এলেন আরব-নবী সহি দুঃখ অপার যাতনা,
হিংসা ভরা পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য করেন স্থাপনা।

ওই দেখ জালেমের হস্ত হোতে দণ্ড পড়ে খসি,
এতিম ল'ভেছে পিতা হাসি হাসি কোলে তাঁর বসি।
শিশু এসে হাত ধ'রে নিজ গৃহে ল'য়ে যায় টানি,
ভালবাসা মমতায় আপনার সমকক্ষ জানি!
ভৃত্য যদি সেবে তাঁরে, সেবা তিনি দেন পুন তারে;
আসন ছাড়িয়া উঠি মান দেন আপন কন্যারে।
জগতের ধনরত্ন হেলা ভরে ধরি মুষ্টিমাঝে,
পেটেতে পাথর বাঁধি অনাহারে ব্যস্ত নানা কাজে।
চির অরি ইহুদীরে কত যত্নে করান আহার,
নিজ হস্তে পরিষ্কার করিছেন পুরীষ তাহার!
নিষ্ঠুর আঘাত হানি ধরাশায়ী করিয়াছে যারা,
কহিছেন, 'ক্ষমা কর, ওগো প্রভু, মূর্খ অতি তারা।'
বিশ্বাসী আমীন বলি খ্যাত সদা নিজ জন্মস্থানে,
আশৈশব মিথ্যা কভু কহে নাই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
এসেছেন সেই নবী মুখে তাঁর আল্লার কালাম,
সালাম তোমারে করি এয়া নবি হাজার সালাম।
তোমারে স্মরণ করি মুস্লিমের গৃহে গৃহে ধূম,
কহি তাই সালাম তোমারে—সালাম আলায়কুম!

আরব জাগিছে ধীরে চেয়ে দেখ নব মহিমায়,
দূর করি দলাদলি অভিমান দ্বেষ ও ঘৃণায়।

যত কিছু দ্বন্দ্ব হিংসা পুরাতন যত রক্তঋণ,
চূর্ণ হোয়ে নবিজীর পদতলে হইল বিলীন।
কদাচার অবিচার কন্যাবলি হইয়াছে রোধ,
ব্যভিচার নাহি আর জাগিয়াছে ভাল মন্দ বোধ।
নারী আর নহে শুধু বিলাসের অন্ধ কামকূপ,
ইন্দ্রিয়ের সেবা তরে নিবেদিত নহে তার রূপ।
ধনী আর নির্ধনেরে তুচ্ছ জানি করে না আঘাত,
নির্ধন ধনীরে নাহি হেঁট শিরে করে প্রণিপাত।
দাসদাসী অন্ন বস্ত্রে প্রভুসম তুল্য অধিকারী,
ব্যবধান নাহি আর সবই এক আল্লার পূজারী।
ছাড়িয়াছে মূর্ত্তিপূজা বৃক্ষপূজা জানিয়াছে ভুল,
বহু দেবতার মাঝে নাহি আর বিরোধের মূল।
ধন্য হে আরব ভূমি দূর করি মিথ্যা ও জুলুম,
কহি তাই সালাম তোমারে—সালাম আলায়কুম!

এল শান্তি; কিন্তু সেত আসে নাই কুসুমিত পথে,
আসিয়াছে নিদারুণ নিষ্করুণ সংগ্রামের রথে!
প্রিয় জন্মভূমি হোতে শুষ্কমুখে নিয়েছে বিদায়,
সাগর ভূধর লঙ্ঘি গেছে দূর আবিসিনিয়ায়;
নিপীড়িত বিদলিত মুষ্টিমেয় মুস্‌লিমের দল
বিতাড়িত মরুমাঝে বিত্তহীন দুঃস্থ দুরবল;

গৃহ ছাড়ি পরগৃহে দূর গ্রামে ক'রেছে বসতি,
তথাপি আপন জ্ঞাতি হিংসা পোষে তাহাদের প্রতি।
আল্লারে জেনেছে বড় করিয়াছে সত্যের প্রচার,
এই হোল বড় দোষ অতি বড় অন্যায় সবার!
আত্মীয় হোয়েছে পর, নিকট যে সে হোয়েছে দূর,
তথাপি সত্যেরে বরি হৃদয়েতে আনন্দ প্রচুর।
সুদীর্ঘ যুদ্ধের পরে অবশেষে হইয়াছে জয়,
নাশিয়াছে মোহভ্রান্তি চিরশান্তি হইয়া উদয়।
মন্ত্রমুগ্ধ নরনারী সবে এসে ক'রেছে সালাম,
হাতে ধ'রে সবাকারে শিখায়েছে হালাম হারাম।
যুগ যুগ পুঞ্জীভূত অন্ধকার হোয়েছে মা'দুম,
হে আরাবী, সালাম তোমারে—সালাম আলায়কুম!

বিশ্বনবী বিশ্ববাণী নহে শুধু আরবের তরে,
সত্যবার্ত্তা বহি দূত ছুটিতেছে দেশ দেশান্তরে।
সুদূর চীনের কূলে দেখ তারা বাধা নাহি মানি
মানব কল্যাণ তরে বিলাইছে শান্তিময়ী বাণী।
পাপগ্রস্ত ধরামাঝে হে মানব কে আছ কোথায়?
পুণ্যের নহর বহে করি স্নান ধন্য হও তায়।
আরব বখিল নহে লভিয়াছে তৃপ্তি সে আপনি,
এবে চাহে করিবারে পরিতৃপ্ত সমগ্র অবনী।

দেশে দেশে দেখ ওই চলিয়াছে পাপের উৎসব,
অজ্ঞানতা অবিচার নিপীড়নে মথিত মানব।
ইরাণ মিসর রুম কোথাও যে নাহি আছে আলো ;
পাপেরই চলেছে রাজ্য, তল হোয়ে গেছে সব ভালো।
বিলাসিতা পাপাচার নারীপূজা শক্তিপূজা আর,
মানুষে ক'রেছে পশু নির্ম্মম কুৎসিত কদাকার।
আকুল উদার স্বরে শুনাইল সত্যের মহিমা,
শুনাইল ভক্তগণ হজরতের চরিত্র গরিমা।
শুনিল না কেহ তাহা, পুনরায় হইল সংগ্রাম !
অন্তরেতে পূর্ণশান্তি বাহিরেতে যুদ্ধ অবিরাম।
শান্তি সে নামিয়া আসে অশান্তির মরুপথ ব'য়ে,
প্রেমের পূর্ণতা হয় বিরহের তীব্র জ্বালা স'য়ে ;
আপনি কোর্‌বান হোয়ে আপনারে করি শান্তিদান,
আপনার মান রাখি বলি দিয়ে সর্ব্ব অভিমান।

* * *

চেয়ে দেখ মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত আরবীয় দল
যুঝিতেছে শত্রুসনে হেলাভরে করি হতবল
অজেয় বলিয়া খ্যাত পরাক্রান্ত রোমক বাহিনী ;
বিস্ময়-বিমুগ্ধ ধরা শুনি সেই অপূর্ব্ব কাহিনী !
ওই দেখ খালেদের দেরারের প্রচণ্ড প্রতাপে
ট'লে ওঠে সিংহাসন, রোম-রাজ থর থর কাঁপে।

দিকে দিকে মন্দ্রস্বরে আরবের জয়গান ওঠে,
পঙ্কিল ধরার মাঝে স্বরগের ছবি এসে ফোটে।
শত সম্রাটের সম মহিমায় যে আরব নবি,
হের তাঁরে বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি দারিদ্র্যের ছবি।
লজ্জা ও শরম ভরা দৃষ্টি তাঁর মাটি রয় ছুঁয়ে,
যুবতী কুমারী সম মাথা ওই পড়িতেছে নুয়ে।
আল্লার হবিব তিনি তথাপিও ভয়েতে অধীর,
করিছেন এবাদত মগ্‌ফেরাত চাহিয়া পাপীর।
কভু বা আহার জোটে কভুও বা চলে ফাকাকশী,
বস্ত্রেতে কত না তালি যথা তথা পড়ে বুঝি খসি।
তুলনা না পাই এর মনে যেন হয় না প্রত্যয়,
রাজার শকতি ধরি দারিদ্র্যের একি অভিনয়!
ক্ষুদ্র চর্ম্ম শয্যা পরে দণ্ড কাল করেন শয়ন,
বন্দেগী ও মোনাজাতে সারারাত বিনিদ্র নয়ন।
প্রাণের পুত্তলি কন্যা আলোকের পুলকের ছবি,
দারিদ্র্যের নিপীড়নে সেও যেন রাহুগ্রস্ত রবি।
পানির মশক বহি কক্ষে তার বসিয়াছে দাগ,
হাতেতে প'ড়েছে কড়া, যাঁতা পিষি গত রক্তরাগ।
কম্বলের পীরাণেতে শীত তার করে নিবারণ,
চাম দিয়ে তালি দেয় বহুছিদ্র বিদীর্ণ বসন।
তবু খুশী সদা তুষি পিতা পতি স্নেহের নন্দনে,
দেখেছ এ হেন ছবি জাগরণ অথবা স্বপনে?

মদিনার কামিনীরা টিটকারি দিয়ে কথা কয়,
অশ্রু আসে চক্ষু ভ'রে সব তবু হেঁটমুখে সয়।
পিতা তারে একদণ্ডে সাজাইতে পারে রাজরাণী,
কোমল রেশম সাজ ইচ্ছামাত্র দিতে পারে আনি।
কিন্তু তারা জানে মনে নাহি আছে সেই অধিকার,
পরেরই সেবার তরে যত কিছু রাজার ভাণ্ডার।
দরিদ্রের সেবা তরে নিবেদিত সব কিছু ধন,
তাহাদের সুখী করি পরিতুষ্ট হইল জীবন।
যে রাজ্যে এহেন রাজা গরীবের সেথা রাজভোগ,
যথার্থ হোয়েছে তাহা, কল্পনার নাহি এতে যোগ।
মানুষের তরে শুধু কাঁদে নাই তাদের পরাণ,
অশ্ব মেষ উটেরেও পালিয়াছে সন্তান সমান।
জীব জন্তু মানবের কারও যেথা নাহি আছে হেলা,
তেমন রাজত্ব হোতে বেহেশ্‌ত্‌ কি দূর রহে মেলা?
প্রিয় নবি, প্রিয় মাতঃ নবির নন্দিনী, হে মা'সুম,
করি আমি সালাম তোদের—সালাম আলায়কুম!

দেখ চেয়ে প্রথম খলিফা আবু বকর সুধীর
সর্ব্বস্ব বিলায়ে দিয়ে সাজিয়াছে পথের ফকির।
রাজা হোয়ে কহিলেন সবে ডাকি, "হে মুস্‌লিমগণ,
নবিজির প্রতিনিধি বলি মোরে রাখিও স্মরণ।

তাঁহারই পদাঙ্ক ধরি চাহি সদা পথ চলিবারে,
ত্রুটি যদি দেখ তাতে কেহ যেন মেনো না আমারে।"
অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতি চলিছেন সমর প্রাঙ্গণে,
পাশেতে খলিফা তাঁর পদব্রজে প্রসন্ন বদনে।
কন তিনি, "যাও বাছা, ভাবিও না মান অপমান,
তোমারে তাজিম করি আমারই যে বাড়িছে সম্মান;
কিন্তু বাছা যুদ্ধকালে মনে রেখো আমার আদেশ,
শিশু নারী তরু-লতা কভু যেন নাহি পায় ক্লেশ।"
বসেছেন আহারেতে বয়োবৃদ্ধ খলিফা প্রবর,
মনে হোল অশ্ব তাঁর অভুক্ত যে কয়েক প্রহর;
কন তিনি, "কি বলিয়া খানা আমি খাব মন সুখে,
আমার অধীন জীব ভোগে যদি অনাহার দুখে?"
মিনতি করিয়া তাঁরে কন্যা তাঁর কয়, 'বাবা, খাও,
অশ্বের খানার ভার আজ হোতে আমারেই দাও।'
খলিফা তনয়া তাই লইলেন সহিষের কাজ,
দানা পানি আনি দেন মনে কিছু নাহি মানি লাজ।

* * *

এসেছে বিদেশী বীর সম্মানিত বন্দী মদিনায়,
খলিফা ওমর কোথা খুঁজে খুঁজে 'পাত্তা' নাহি পায়
মস্‌জিদের চত্বরেতে দীনবেশে করিয়া শয়ন,
ওমর তাঁহারি নাম জেনো বন্ধু এ নহে স্বপন।

বেহেশ্‌তের রাজ্য এযে লীলাক্ষেত্র নহে বিলাসীর,
প্রজাবর্গ ধনী হেথা, রাজা দেখ কাঙ্গাল ফকীর।
প্রজার আহার লাগি রাজা হেথা অনাহারে রয়,
গভীর নিশীথে ফিরে দেখে কার কিবা হাল হয়।
ওই না কাতর চক্ষে বুদ্দু এক শিবির দুয়ারে ?
কি ভাই, কি হোল তোর খুলে সব বল্ না আমারে!
বুদ্দু কয়, 'পত্নী মোর খিমা মাঝে আসন্ন প্রসবা,
বিপন্ন পথিক আমি, পার যদি খলিফারে ক'বা!'
আগন্তুক কহে, 'ভাই, কিছু ভয় নাহি আছে তোর,
এখনই আনিব দাই, ভাল দাই চেনা আছে মোর।'
দাই এসে করে সেবা, আগন্তুক বসিয়া বাহিরে
পথিকের পথশ্রান্ত পা-দুখানি সেবে ধীরে ধীরে।
'সুসংবাদ, হে খলিফা,' কহে দাই, 'হে স্বামী আমার,
বন্ধু তব লভিল তনয়, মোরে দেহ পুরস্কার।'
বুদ্দুর মস্তকে যেন অকস্মাৎ হোল বজ্রাঘাত,
কাতরে কাঁদিয়া কয়, 'ক্ষম মোরে ওগো নেকজাত ;'
ওমর তাহারে কন, 'করি আমি কর্ত্তব্য আমার
বিচারের দিনে তুমি দয়া ক'রে সাক্ষ্য দিও তার।'
মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ভৃত্য সহ চলেন ওমর,
উট এক সাথে আছে কার তরে জান সে খবর ?
কভু ভৃত্য কভু তিনি চলিছেন উষ্ট্র আরোহিয়া,
ভৃত্য যদি দুঃখ পায় তাতে তাঁর কেঁদে ওঠে হিয়া।

বৃদ্ধা এসে কয় তাঁরে,'হে ওমর, আমি আছি দুখে ,
খবর না রাখ কিছু, রাজ্য তুমি কর কোন্ মুখে ?
অমনই তাহারে কন, 'মাগো, মোর হ'য়েছে কসুর ;
কিবা দুঃখ বল মোরে প্রাণপণে করিব তা দূর।'
আরব ইরাণ শাম মিসরের যিনি মহারাজ,
দিগ্বিজয়ী খালেদের শির হ'তে খসে পড়ে তাজ
অঙ্গুলি হেলনে যাঁর, দেখ তাঁরে এমন বিনয়ী,
বিলাস বাসনা মুক্ত সেবাব্রত দীন মিতব্যয়ী।
ওমরের নাম শুনি অত্যাচারী জরাগ্রস্ত হয়,
দীন দুখী ডরে দেখ সে ওমর কম্পিত হৃদয়।
পুরুষ কেশরী যিনি প্রভাবেতে সূর্য্যের সমান,
কোমল কুসুম সম দেখ তাঁর প্রেমসিক্ত প্রাণ।
ওই দেখ সা'আদের সুবিশাল তোরণ দুয়ার
খলিফার আদেশেতে অগ্নিযোগে হয় ছার খার।
কহেন ওমর, 'দেখ, প্রজা যেন অনায়াসে পায়
জালেমের অত্যাচার কুণ্ঠাহীন শুনাতে তোমায় ;
হও যদি রুদ্ধদ্বার দ্বারবান্ রাখ যদি দ্বারে,
মজ্লুম কেমনে তবে নির্ব্বিবাদে পঁহুছিবে ধারে ?'
ইরাণ-বিজেতা বীর হেঁটমুখে দেখে দাঁড়াইয়া—
মদিনার দূত আসি দ্বার তার দেয় জ্বালাইয়া।
কোমলে কঠোর তুমি হে খলিফা, কঠোরে কোমল ;
বিশ্বাসীর আশা তুমি মু'মিনের অন্তরের বল।

কারে কই, হায় হায়! ওমর যে নাহি আছে আর ;
আলোক নিভিল হায়, ওই দেখ ঘিরিছে আঁধার।
আমীরুল মু'মিনীন, বেলাশেষে যাও নিজ ধাম,
সবে মোরা সাক্ষ্য দেই ঠিক ঠিক করিয়াছ কাম।
আমাদের এই নিশা আর বুঝি হবে না প্রভাত,
চির সহচর বুঝি হয়ে রবে এই দুঃখ রাত।
ওই দেখ চারি দিকে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলে,
ওস্‌মান হইল খাক সে জ্বলন্ত অন্ধ দাবানলে ;
মোর্ত্তজা জীবন দিয়া পারিল না নিভাইতে তায়,
সহিল বিষের জ্বালা হাসান সে অনলেতে হায় ;
হোসেনের তাজা খুন অকাতরে ঢেলে তারে দিল,
তবে সেই রাক্ষসের সর্ব্বনাশা উদর পূরিল ;
কারবালার তপ্তবালু আজো রাঙা সেই রক্তরাগে,
ফোরাত ফুঁপিয়া কাঁদে, বাতাসেতে দীর্ঘশ্বাস জাগে ;
হে খোলাফা, হে শোহাদা, নয়নের মণি হে মজ্‌লুম,
করি আমি সালাম তোদের—সালাম আলায়কুম!

ডুবেছে দিনের রবি তাহে বন্ধু কোরোনা মাতম,-
করিওনা আহাজারি, আঁখি মুছি ভোল এবে গম
সুখ নহে চিরদিন ; ফুল সেও ধূলি হ'য়ে যায়,
জোছনা ছানিত মুখ সেও হায় কবরে লুটায়।

রবি যায় শশী আসে, রবে না এ নিদারুণ কালো ;
কোটি কোটি তারা ফুটি জ্বালাইবে ছোট ছোট আলো।
চেয় দেখ চারিদিকে খেলাফত ধ্বংস বটে আজ—
'প্রতিনিধি' কে কাহার ? জালেমের আরম্ভিল 'রাজ'।
শক্তিদর্প অহঙ্কার বিলাস ব্যসন কদাচার
সুরাস্রোতে ভেসে গেল খেলাফত দীন মদিনার।
দামেশ্‌কের মধুভরা কুসুমিত নিকুঞ্জ ভবনে
রাজা এবে মত্ত সদা বিধুমুখী নর্ত্তকীর সনে।
তবু ভাই জেনো মনে রাজা বটে হইয়াছে মূঢ়,
মানুষ মরেনি সব, বুকে বুকে সত্য আছে গূঢ়।
কোরাণের মন্ত্রধ্বনি গৃহে গৃহে ওই শোনা যায়,
প্রতি কণ্ঠে বাণী তার উল্লাসেতে পরাণ নাচায়।
হয় নাই কমী বেশী এক নোক্তা কিম্বা এক পেশ,
আখেরী নবির মুখে এল সে যে আখেরী আদেশ।
যাও সবে দেশে দেশে সে আদেশ করহ প্রচার,
রাজা যদি মন্দ হয় পরোয়া কোরোনা কিছু তার।
রাজত্বের ভাঙ্গাগড়া চিরদিন আছে দেশে দেশে,
ধর্ম্মরাজ্য তার সাথে দেখো যেন ধূলায় না মেশে।
পৃথিবীর প্রান্ত হোতে প্রান্তে ছুটি বোজর্গান সবে
সুখস্বর্গ সৃষ্টি কর দুঃখ জ্বালা পরিপূর্ণ ভবে।
আলেম ফাজেল যারা দেখো যেন মুছে নাহি যায়
মদিনার জ্ঞানধারা কোনো দিন এই দুনিয়ায়।

মোর্ত্তজার পুণ্যকথা আয়েশার জ্ঞানগর্ভ বাণী
সতত রাখিও মনে কভু কোনো ত্রুটি নাহি জানি।
নারীর বক্তৃতাধারা স্বরসাল করিয়াছে মরু,
বহাও সে ধারা যেথা ম'রে গেছে সব জ্ঞান-তরু।
ব'লে দাও যে দেশেতে নারী আছে অন্ধ খঞ্জ মূক,
আনো আশা, তাহাদের অন্তরের কালিমা ঘুচুক।
'প্রতিনিধি' মরিয়াছে, ইস্‌লাম মরে নি সে সাথে,
প্রমাণ করিও তাহা যে ভাবে যে রহ যেখানেতে।

* * *

হাসিয়া উঠিছে বিশ্ব কিবা স্নিগ্ধ আলোক সম্পাতে,
তাপদগ্ধ নরনারী ওই দেখ নাহিছে তাহাতে।
বাগদাদের নবারুণ কর্ডোভার জ্বল্ জ্বল্ আলো
ওই দেখ মুছে নিল অন্তরের যত কিছু কালো।
জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতার ওই দেখ চ'লেছে উৎসব,
জয় জয় ইস্‌লামের ওই শোন উঠিতেছে রব।
জ্ঞানমন্ত্রে দীক্ষা লভি ইয়ুরোপ ছুটিছে হোথায়,
আফ্রিকার দূর কোণে তার মৃদু স্বর শোনা যায়।
ভারতের ভেদছিন্ন জরাজীর্ণ মথিত হিয়ায়
জাগরণ মহামন্ত্র ওই শোন কেবা ফুঁকে যায়।
'ভুলে যাও ভেদ সব ছেড়ে দাও জাতির বিচার,
একমেবাদ্বিতীয়ম্ শেখো দেখি আর একবার।'

* * *

কোথাও আঁধার ঘেরে কোথাও বা ফুটে ওঠে আলো,
কোথাও পূর্ণিমা শশী কোথাও বা ঘন ঘোর কালো ;
কোথাও সালাহুদ্দীন সোলেমান মহা মহীয়ান,
কোথাও বা মীর জাফর বোয়াব্দিল ঘাতক সমান ;
অত্যাচারী কোনো রাজা নিরমম পিশাচের মত,
কেহ বা কোমল প্রাণ সেবা-ব্রত সদা ধর্ম্মে রত।
কোথাও মুস্‌লিম তার নিজ গৃহে সদা নিপীড়িত ;
কোথাও সিংহের মত, শত্রুগণ রহে ভয়-ভীত।
কোথাও বা ঘিরে রহে অর্থহীন সংস্কার সব,
কোথাও বা জ্ঞানদৃপ্ত, জয় জয় উঠিতেছে রব।
কোথাও দরবেশ অলী অমৃতের বহাইছে ধারা,
কোথাও বা ভণ্ডপীর সুধা নামে বিলাইছে পারা।
কোথাও আলেমগণ সত্যকার নায়েবে রসুল,
কোথাও বিষ্ঠার ভাণ্ড, আগাগোড়া ভরা শুধু ভুল।
এইরূপে বহু যুগ চলিয়াছে ইস্‌লামের দিন,
কোথাও উজল আভা কোথাও বা তমসা মলিন।
আজি বুঝি হেরি পুন নবারুণ উঠিছে আকাশে,
সুখের বারতা যেন ব'য়ে আসে বাতাসে বাতাসে।
বিশ্বব্যাপী জাগরণ প্রাণে ওই দোলা দিয়ে যায়,
অসাড়ে স্পন্দিত করে ক্লীব পঙ্গু বল ফিরে পায়।
আরব মিসর তুর্ক হিন্দুস্থান কাবুল ইরাণ
সবাই জেগেছে আজি—শুনিয়াছে মুস্‌লিম জাহান।

জামালের * মহাবাণী ; শুনিয়াছে আব্দুহু জগলুল,
ভারতের বীরসিংহ † সে বাণীরে করে নাই ভুল,
সে বাণী প্রচার তরে বিদেশেতে পরাণ সঁপেছে,
মিসরে আরবে শোকে কার্‌বালার মাতম উঠেছে।
সে বাণী গুঞ্জিছে সদা সউদের সুবিশাল বুকে,
সে বাণী ফুটিয়া ওঠে কামালের দীপ্তিভরা মুখে,
সে বাণী বহিয়া যায় আমানের নয়নের জলে,
সে বাণী ফুটিয়া ওঠে পাহ্‌লবীর চিত্ত শতদলে,
সে বাণী গরজি ওঠে মরক্কোর পর্ব্বতে কান্তারে,
সে বাণী ঝঙ্কার তোলে গঙ্গা সিন্ধু শতদ্রুর পারে।
ইস্‌লাম কেতাবে শুধ্‌? পার যদি দেখ আঁখি মেলে,
ইস্‌লামের জয়স্রোত আসে আজ সব বাধা ঠেলে।
ইস্‌লাম মুস্‌লিমে শুধ্‌? তাও নয়, ভুল তাহা ভুল,
অমুস্‌লিম বক্ষে আজ ইস্‌লাম যে গাড়িয়াছে মূল।
ওই দেখ ভেঙ্গে পড়ে অস্পৃশ্যতা প্রাচীর প্রাচীন,
ইস্‌লামের মন্ত্র উঠি 'নর হোতে নর নহে ভিন্‌।'
সুরাপান ধর্ম্ম যেথা রুদ্ধ সেথা শরাবের ধারা,
জয় জয় ইস্‌লামের বিশ্ব আজি গাহে আত্মহারা।
সুশীতল ছায়াতলে আসি আজ 'দীন' ইস্‌লামের,
ধনী ও নির্ধন ওগো, ক্ষান্ত কর দ্বন্দ্ব তোমাদের।

---

* সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী।

† মওলানা মোহম্মদ আলী।

এ কুৎসিত সংগ্রামেতে দিকে দিকে বিষবাষ্প ওঠে,
সভ্যতার দর্পদম্ভ গুঁড়া হয়ে ধরাতলে লোটে।
ধনিক পিষিয়া যায় পায়ে তার নিঃস্ব ও নির্ধনে,
সুদ আর মূলধনে মহাবল অস্ত্র বলি গণে।
নির্ধন মরিয়া হোয়ে ছেঁড়ে তারে টুঁটি চেপে ধরি,
করিবে শোণিত পান কামান ও গোলারে না ডরি।
কেহ বলে রহিবে না ধনী, সব হবে দরিদ্রের,
কেহ বলে কমী বেশী নাহি রবে, নারী ও নরের
ব্যবধান দূর হোয়ে কেহ আর রহিবে না ন্যূন,
সব হবে একাকার ভাল মন্দ সগুণ নির্গুণ।
মিথ্যাকথা! আড়ম্বর! বক্তৃতার ভণ্ড ভোজবাজি,
শিখিছে রুশিয়া তাহা দীর্ঘকাল পরীক্ষায় আজি।
ত্যজিয়া সংগ্রাম এস হাত ধ'রে লও পরস্পরে,
নারীর কোমল স্পর্শে নর তুমি যুগ যুগান্তরে
আপনারে ধন্য জান; নারী রহ মধুর সরস,
লাবণ্য নবনী মাখা, কভু যেন না হয় মানস
পুরুষের রুক্ষপেশী কঠিন কঠোর দেহরেখা,
ক'রো লজ্জা পরস্পরে নাহি ভুলি কোরানের লেখা।
চাহি স্বাস্থ্য চাহি বিদ্যা লজ্জা নাহি দিয়া বিসর্জ্জন,
লজ্জাহীন নরনারী সত্য বটে পশুর মতন।
ধনিক আসিয়া কাছে ধরি তোল অভাগা নির্ধনে,
জাকাত খয়রাত আনি হাতে তার দাও সযতনে।

কুসীদ হারাম জান ; খণ্ড খণ্ড হোক মূলধন,
প্রতি জন্ম মৃত্যুসনে। এস এস এস হে নির্ধন,
ধনিকেরে দেহ আলিঙ্গন ; দিয়াছে সে প্রেম,
জেনো মনে তার চেয়ে বড় নহে মণি মুক্তা হেম।
বেঁধে লও পরস্পরে মমতার স্বর্ণসূত্র দিয়া ;
দূর করি অভিশাপ দিবে নব মাধুরী আনিয়া
ইস্‌লামের এই নীতি। ভূতগ্রস্ত য়ুরোপীয় দেশ
আবার প্রশান্ত হবে ; সুনিশ্চিত কল্যাণ অশেষ
দ্বেষ দম্ভ ক্ষমতার বিষ তীব্র জ্বালা ঘুচাইয়া
দিবে তার মৃত্যু জ্বালা দহনের ব্যথা মুছাইয়া।
হে য়ুরোপ, এ দুর্দ্দিনে স্মর তুমি সেই নবিবরে,
অনাহারে রহি যেই বিলায়েছে ধন অকাতরে।
বল হোতে ধন হোতে আত্মা বড় জেনো মানুষের,
ধ্বংসের দুয়ারে এসে এই দীক্ষা লহ তুমি ফের।
জ্ঞানমন্ত্র লভেছিলে ইস্‌লামের বিশ্ববিদ্যালয়ে,
দানমন্ত্র সেবামন্ত্র ধর এবে দম্ভিত হৃদয়ে।
হে ভারত, জেনো মনে জাতি হোতে প্রীতি উচ্চতর,
দীনহীন অস্পৃশ্যেরে কভু যেন ভাবিও না পর।
বিধবার আঁখি মোছ, নারী রাখে প্রবৃত্তি নারীর,
দেবতা সাজায়ে তারে গাঁথিও না ভিত্তি ভণ্ডামীর।
তিল তিল ক'রে মারা,এই যদি ধর্ম্ম তব হয়,
সতীপ্রথা মন্দ কিসে ? সেও ধর্ম্ম, সেই বেশী সয়।

*   *   *

হে মুস্‌লিম, জাগিয়াছ ? দেখ তবে আঁখি তব মেলি,
নবজীবনের মন্ত্রে যাত্রাপথে হয় ঠেলাঠেলি।
মুস্‌লিম দরিদ্র বটে, কিন্তু তার বুকে আছে বল,
খণ্ড খণ্ড করি কাটো তবু কভু নাহি জানে ছল।
আল্লা ছাড়া কারো কাছে মাথা তার নাহি করে নত,
কুটিলতা নাহি জানে, সত্য তার জীবনের ব্রত।
ওই শোন লণ্ডনের বার্লিনের মিনারে মিনারে,
উঠিছে আজান ধ্বনি জাগাইয়া সপ্ত পারাবারে।
দেখ চেয়ে আজ ভোরে সুসময়ে ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
করি তাই সালাম সবারে—সালাম আলায়কুম। *

* দক্ষিণ কলিকাতা মুস্‌লিম যুবসমিতির ঈদ সম্মিলনীতে পঠিত।

মজলিস

সুন্দর

(১)

কে বেশী সুন্দর

ফুটন্ত কলির মত শিশু মনোহর,
স্বরগ মাধুরী ভরা বিমল অন্তর।
গালেতে গোলাব জল কভু শোভা পায়,
হাসির হিল্লোল কভু ভুবন ভুলায়।
লুটায় ধরণী তলে ঝরা ফুল হেন,
আদর চুম্বন দিতে দেরী হোল কেন ?
চাঁদ মামা নিয়ে খেলা আয় আয় ব'লে,
ধন্য হয় কত ধনি ধ'রে তায় কোলে।
আধো আধো কথা কয় আদুরে দুলাল,
মধু হোতে মিষ্ট বেশী শরাব হালাল।
ফুটন্ত কলির মত শিশু মনোহর,
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

(২)

কে বেশী সুন্দর ?

কিশোর কিশোরী মিলি আলো করে ঘর,
হাসি খেলা নাচ গান চলে নিরন্তর।
উতল আনন্দ ধারা কথার হিল্লোল,
কলহ বিবাদ কালে মহা গণ্ডগোল।
পলায় বাবার ভয়ে করিলে হুঙ্কার,
মায়েরে পাগল ক'রে শোধ নেয় তার।
পড়শীর ঘুম নেই সঙ্গীতের চোটে,
ডাকাত পড়িয়া যেন বাড়ী ঘর লোটে।
কুড়ায় ঝড়ের আম ডালা ভরে ভরে,
পাতেন আঁচল কেউ শেফালীর গোড়ে।
কিশোর কিশোরী মিলি আলো করে ঘর,
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

(৩)

কে বেশী সুন্দর ?

যৌবন পরশি গেল কিশোরী অন্তর,
হাসি খেলা লীলা স্রোত হইল মন্থর।
হরিণীর মত সদা চকিত নয়ন,
ধীরে ধীরে পূরে আসে কমল বদন।
লজ্জার উদয় হোল মূর্ত্তি ধরি বুকে,
পলাইয়া যায় ছুটে যদি চাও মুখে।
আপন অঙ্গের প্রতি ঘন ঘন চায়,
বসনে হৃদয় যেন ঢাকা নাহি যায়।
আপনার শোভা হেরি আপনি মোহিত,
গলার ঝঙ্কার শুনি হয় চমকিত।
যৌবন পরশি গেল কিশোরী অন্তর.
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

(৪)

কে বেশী সুন্দর ?

যুবতী লাবণ্য ভরা যেন শশধর,
পূর্ণিমা নিশীথে করি শোভা মনোহর।
পরিপূর্ণ অঙ্গশোভা বদন কমল
ছড়ায় আলোক রাশি অমিয় তরল।
হাসিতে তড়িত খেলে আঁখি হানে শর,
সুধার আধার তবু তৃষিত অন্তর।
কখনও কথার ধারা বহে কল কল,
কখনও নীরব রয় আঁখি ছল ছল।
চলিতে চলিতে পথে অঙ্গ থর থর,
সহসা অবশ হোল বিভোল অন্তর।
নিরমল ভাবময় কোমল উদার,
গরব মণ্ডিত হের বদন তাহার।
যুবতী লাবণ্য ভরা যেন শশধর,
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

(৫)

কে বেশী সুন্দর ?

স্বামীর গৃহেতে বধূ কর্ম্ম ততপর,
সেবায় নিরত সদা সানন্দ অন্তর।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী তরে খাটে ফুল্ল মনে,
তুষিতে সদাই ব্যস্ত দীন দুখী জনে।
নিরন্তর হাসি খুশী ঘর করে আলো,
বধূ না থাকিলে গৃহ হয় যেন কালো।
শ্বাশুড়ী আদর করি বেঁধে দেন চুল,
স্বামীর হৃদয় হয় সৌরভে আকুল।
ছুটাছুটি ঘাটে চলে চঞ্চল অধীর,
কখনও বা কাজ সারে নীরব গম্ভীর।
স্বামীর গৃহেতে বধূ কর্ম্ম তৎপর,
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

(৬)

কে বেশী সুন্দর ?

স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি হসিত অধর,
কোলে শিশু নিয়ে ওই করেন আদর—
'আয় আয় আয় চাঁদ আয় আয় আরে,
মণির কপালে মোর টিপ দিয়ে যারে।'
নাচান শিশুরে কোলে নিজে নাচি তালে,
বলি, 'আয়, আয় চাঁদ চাঁদের কপালে।'
মাথায় রহে না বাস সাজেন পাগল,
শিশুর প্রেমেতে মার ভাঙিল আগল।
পুত্রের স্নেহেতে মাতা নীরব বিহ্বল,
হাসিমুখে পিয়ে নেয় তিক্ত হলাহল।
স্বর্গের সুষমা ভরা মায়ের বদন,
পঙ্কিল ধরার মাঝে নিখুঁত নন্দন।
স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি হসিত অধর,
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

(৭)

কে বেশী সুন্দর ?

জ্ঞান পুণ্য বিভাসিত জ্যোতির্ম্ময় নর,
স্বার্থ হিংসা পঙ্ক হীন সরল অন্তর।
জীবনের যুদ্ধে যিনি নিস্কলঙ্ক বীর,
তপস্যার বলে হোয়ে সত্যিকার পীর।
অঙ্গার যাঁহার স্পর্শে হয় গো হীরক,
পাষাণ কোমল হয় বিগলে পীড়ক।
আয়ু যাঁর কেটে যায় পরার্থ চিন্তায়,
রসুলের প্রতিনিধি সত্যই ধরায়।
পক্ক কেশ শ্বেত শ্মশ্রু শুভ্র পরিধান,
মস্তকের পরে শোভে বর শিরস্ত্রাণ।
জ্ঞান পুণ্য বিভাসিত জ্যোতির্ম্ময় নর,
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

(৮)

কি বেশী সুন্দর ?

কৌমুদী প্লাবিত ধরা মুগ্ধ চরাচর,
দামিনী মূর্চ্ছিতা যেন ধরণীর পর।
নীরব নিথর বহে সীমাহীন জল,
হাসিয়া তটিনী ছোটে কল কল কল।
উন্মুক্ত বিশাল ক্ষেত্র মাঝে মাঝে ঘর,
পূর্ণেন্দু পরা'ল তারে রূপালি অম্বর।
মুনিগণ বনে বসি করিছেন ধ্যান,
শব্দ নাই শঙ্কা নাই নাহি বাহ্যজ্ঞান।
দূরেতে ধ্যানস্থ হোল পর্ব্বত ভূধর,
লতা পাতা তরু রাজি নগর শহর।
পরিস্নাত শুভ্রশান্ত মৌনী বসুন্ধরা,
স্বরগ আশিস সম মধুরিমা ভরা।
কৌমুদী প্লাবিত ধরা তব্ধ চরাচর,
তার চেয়ে বেশী কিছু আছে কি সুন্দর ?

চিন্তা

প্রথম তরঙ্গ

নানান ফুলে দেছে ভ'রে নানান রকম গন্ধ,
একের সুবাস অপরেতে মেলে না নিঃসন্দ।
আমের কাজটি আমেই করে কুলের কাজটি কুল,
তারার হাসি তারাই ফুটায় ফুলের হাসি ফুল।
কেউ বা চলে নেচে কুদে কেউ বা চলে উড়ে,
কেউ বা আসে মায়ের কোলে কেউ বা পাতাল ফুঁড়ে
যার যা স্বভাব তাই সে করে নাইক তাহে ভুল,
শক্তি যেমন কর্ম্ম তেমন তফাত নয় গো চুল।
কেউ বা সাধু মস্ত বড় কেউ বা নরঘাতী,
কারও পিঠে উটের বোঝা কেউ বা চড়ে হাতী।
যার যা পুঁজি তাই ত জাহির করেন সবে ভবে,
আসলেতে সবাই সমান হিসাব কর যবে।
যেমন পুঁজি তেমন রুজি পুঁজির মালিক জানে,
সাধু পাপী কবি চাষী সমান ব'লেই মানে।
ভাল মন্দ পাপ ও পুণ্যের অর্থ নাইকো মোটে,
যার যা খেলা তাই সে খেলে যাহার যেমন জোটে।

নওরোজ

স্বর্গ নরক দিয়ে খোদার কিবা প্রয়োজন,
নাচি মোরা তারই তালে যেমন তাহার মন।
স্বাধীন-ইচ্ছা পুরুষকার সেও ত তারই দেওয়া,
তদ্‌বিরেরও তাকতটুকু তক্‌দির হোতে নেওয়া।
খোদার কাছে নইকো দায়ী হিসাব হোতে মুক্ত,
যেমন শক্তি তেমন কর্ম্ম সবাই উপযুক্ত।

মোদের খাতা হোল কিন্তু অন্য রকম লেখা,
মোদের চোখে বহুত বিভেদ বহুত রঙের রেখা।
কড়া মোদের দণ্ড শাসন কড়া মোদের বিধি,
কারাগার ও দ্বীপান্তরেও তুষ্ট না হয় হৃদি।
পরকালটি দিছি এঁটে তাহার সাথে সাথে,
নরককুণ্ড ক'রছে খা খা প'ড়বে যেয়ে তাতে।
তুমি যাবে জাহান্নামে আমি ভেশ্‌তে বসি,
ক'রব মজা কত মত রঙ্‌মহলায় পশি।
আমি বলি দাড়ি ভাল, তুমি বল গোঁফ ;
কেহ কহে 'হরি হরি', অন্যে হাঁকে 'চোপ !'
ন্যাড়া মাথা কারও ভাল কারও বাবরী চুল,
আতর গোলাব কারও ভাল কারও তাজা ফুল।
কারও মতে রাজা ভাল কারও মতে চাষী,
কারও মতে যুদ্ধ ভাল কারও সর্ব্বনাশী !

নানান মত ও নানান ধর্ম্ম গজায় মহানন্দে,
নানান ধূয়া নানান মুখে নানান রকম ছন্দে।
এই দুনিয়ার ইহাই ধরণ ইহাই পরম সত্য,
হিসাব করি পরস্পরে যাহার যেমন তত্ত্ব।
দশজনে যায় যে পথেতে সেই পথটাই খাঁটি,
অন্য পথে গেলে কেহ মাথায় পড়ে লাঠি।
দশে যাঁহার কথা শোনে তিনিই পরম গুরু,
তাঁহার মুখে ঐশী বাণী অন্ত এবং শুরু।
দশে দশে জোড় দিয়ে হয় দল সমাজের সৃষ্টি,
আদব কায়দা রীতি নীতি শিক্ষা এবং কৃষ্টি।
আইন কানুন শাসন বাঁধন ক্রমে হোয়ে পুষ্ট,
সভ্যতা ও গরিমাতে পরম পরিতুষ্ট।
আসল সত্য পড়ে চাপা খণ্ড সত্যের কাছে,
মোদের সৃষ্টি মানি আগে খোদার সৃষ্টি পাছে।

গভীর বিষাদে মন হয় জর জর,
ধর্ম্মের নামেতে যবে পাপ করে নর।

-আরব কবি আল মায়ার্‌রী।

চিন্তা

দ্বিতীয় তরঙ্গ

শুধুই যদি থাকৃত ভাল মন্দ নাহি থাকৃত,
শুধুই যদি সুখের স্রোতে পরাণ সদা ভাস্‌ত,
রূপের গাঙে ভরা জোয়ার ভাটা নাহি জান্‌ত,
ধরা হোত কেমন ধারা বল্‌ দেখি মন বল্‌ত !
থাকৃত না আর কান্নাকাটি থাকৃত না'ক ক্ষুধা,
পেটটি সদা রইত পোরা খেয়ে অনেক সুধা।
সবার মুখে সদাই হাসি সবার চোখে আলো,
সবার বুকে ভালবাসা সবায় বেসে ভাল।
ইচ্ছামত লোক লস্কর হাতী ঘোড়া আস্‌ত,
মণি-মুক্তা আস্‌বাব আদি সদাই হাজির থাকৃত।
তাধিন তাধিন নেচে গেয়ে যেত চ'লে দিন রে,
বেহেশ্‌ত তো আর পৃথিবী যে রইত নাক ভিন্‌ রে ;
একটুখানি 'কিন্তু' তবু লাগায় যেন খট্‌কা,
পেটটি ভরা রইলে পরে কিসের মণ্ডা মট্‌কা।

মটকা—কদ্‌মা, এক প্রকার মিঠাই।

কাঁদার শেষেই হাসি ভাল নইলে হাসি বাসি,
জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি এলে তবেই খুশী চাষী।
বিচ্ছেদেতে মিলন হোলে বড়ই লাগে ভাল,
অন্ধকারের বন্ধ ঘরে হেসে ওঠে আলো।
সবাই যদি সমান চোখে অন্ধ কিসে মন্দ ?
থাক্‌না একটু বেশী কমী একটুখানি দ্বন্দ্ব !
ফাঁকে ফাঁকে চলুক মিলন যেমন মোদের আছে,
কেউ বা ভাল কেউ বা মন্দ একটু আগে পাছে।
জোয়ার ভাটার টানেতে ভাই চলুক জীবন তরী,
দুঃখ সুখের সওদা দিয়ে বোঝাই তারে করি।
রইব নাকো ঘাটে ব'সে ঘাট আমাদের নাই,
মরাই শুধু ঘাটের লোভী চিরস্থির সে তাই।
চলা মোদের চরম লক্ষ্য চরম ধর্ম্ম মানি,
ভাল মন্দ সত্য মিথ্যায় পথের চিহ্ন জানি।
এ পৃথিবী মন্দ কিসে অলস স্বর্গ থেকে ?
শান্তি নাই ত ফূর্ত্তি আছে ধূলা কাদা মেখে।
মরা যেন শান্তি চাহে আমরা চাই কর্ম্ম,
বজ্র আঘাত দিব নিব শক্তি মোদের বর্ম্ম।

রমণি, তোমারই কি সব টুক ?

রমণি, তোমারই কি সব টুক ?
এত যে কথা এত যে গান,
এত যে মধু এত যে তান,
এত সঙ্গীত এত মূর্চ্ছনা,
এত যে ছন্দে করি বন্দনা,—
এত রস, রঙ, রূপ,
তোমারই কি সব টুক ?

কালিদাস রবি শেলী শেক্সপার,
হাফেজ ও জামী সা'দী ও হোমার,
কত দীন কবি নাম নাই যার,
আনে ভারে ভারে কত উপহার,—
তাতেই তোমার রূপ,
জান নাকি এই টুক ?

সাজাই তোমারে গোলাব চন্দনে,
বাড়াই গরব আকুতি ক্রন্দনে,
চাই বাঁধিবারে নিবিড় বন্ধনে,
আপন স্বপ্ন-সুরভি নন্দনে
জমাই তোমার রূপ,
জান না কি এই টুক ?

বায়েজীদ

চ'লেছেন বায়েজীদ পথমাঝে ধীর নম্র চালে,
হেনকালে আসি এক লোষ্ট্র তাঁর লাগিল কপালে।
দর দর বহে ধারা রুধিরেতে রাঙা হোল গাল,
হেসে কন, 'ভাল হোল, আজি আমি মেখে এই লাল
যাব মোর প্রিয় পাশে।' শিষ্যগণ দেখে চেয়ে কাছে,
একপাল ছেলে জুটি ঢিল ছুঁড়ে মারে কুল গাছে;
তারই এক খণ্ড আসি ভাঙিয়াছে তাপসের মাথা,
ধ'রে বলে একজনে, 'দিব শাস্তি, হইয়াছে খাতা।'
কহিলেন বায়েজীদ, 'ছেড়ে দাও বালকেরে আহা!
একটি আঘাত শুধু—সহিতে কি পারিব না তাহা?
চেয়ে দেখ কুল গাছে, দিনে দিনে কত না পাথর
হানিতেছে ব্যথা তারে, তিলে তিলে ভাঙিছে পাঁজর;
তবু নাহি আহা বলি বিতরিছে মিষ্ট মিষ্ট ফল,
একটি আঘাতে আমি হব কি গো নিঠুর বিহ্বল?

সতী ও অতিথি

সংযত অতি মন্থর গতি চলিছে রমণী সতী,
ওড়না আড়ালে বিজুলি আবরি নয়নে মাখিয়া নতি।
কুঙ্কুম রাগে রঞ্জিত নহে চরণ অধর গাল,
শিঞ্জিত নহে গুঞ্জর ধ্বনি কণ্ঠে দোলে না মাল।
আতর গোলাব কস্তূরী শ্বাস রহে না ঘিরিয়া তারে,
গন্ধ বহে না মন্দ অনিল লুব্ধ কেশের ভারে।
আপনার মনে চলিছে আপনি না চাহি কাহারও পানে,
শরম ভরমে মণ্ডিত দেহ ছলনা কিছু না জানে।
আপন গরবে আসিল রমণী আপন দুয়ার পাশে,
হেনকালে এক যুবক আসিয়া কহিল কাতর ভাষে,
'ওগো বিজয়িনী গরবিনী রাণী কর দয়া মোরে আজ,
বন্দী আমি যে তোমার চরণে বন্দি হৃদয় মাঝ।
দারুণ পিয়াসা এ বুকে সজনি দাওগো ফটিক জল,
নহেত তিয়াষে মরিব আজিকে কোরোনা ললনা ছল।'
কহিল রমণী, 'নাহি করি ছল তবে জেনো ইহা ভাই,
এ দেহ আমার নহে আপনার ফিরে যাও বলি তাই।
কোরোনা লালসা কলুষিত এই মাটির পিণ্ডটিরে,
আধিব্যাধি জ্বরা বিষকীটে ভরা দগ্ধ নিয়ত ধীরে।'

কহিল যুবক, 'শুনায়োনা মোরে ধর্ম্মের উপদেশ,
ওই আঁখি দুটি তুষিবে আমারে এই ভিক মাগি শেষ।'
যুবতী কহিল, 'মেহমান তুমি এসেছ আমার ঘরে,
কি ব'লে তোমারে করিব বিদায় অপমান হতাদরে !
এই যদি মতি হে মোর অতিথি রহ হেথা ক্ষণকাল,
তুষিবে তোমারে আঁখি দুটি মোর ঘুচায়ে দুঃখজাল।'
এত বলি সতী আপনা মহলে চলিল ক্ষিপ্রগতি,
হরষে মাতিল প্রণয়ী যুবক পরম ফুল্লমতি।
যথাকালে আসি মহলের দাসী নিয়ে গেল তারে ডেকে,
নিভৃত কক্ষে বসাল যতনে কণ্ঠে করুণা মেখে।
মেযের উপরে রেশমী রুমালে আবৃত খাঞ্চা খানি,
'প্রিয়ার হাতের প্রথম স'গাত'—মনে মনে ইহা জানি
বিপুল পুলকে তুলিয়া রুমাল দেখিল খাঞ্চা পরে,
সেই আঁখি দুটি উপাড়ি আপনি ভেজেছে অতিথি তরে।

শিলঙে

ও পিসিবন্

কুব্‌লাই কুব্‌লাই! উব্‌লাই তোমায় রাখুক ভালো,
উম্‌ খুলুনি হয় নি এখন? ঢালো ঢালো
জল্‌দি ক'রে দুধটা চায়ে, মিলাও চিনি,
চিরদিনই তোমার কাছে থাকব ঋণী।
শুয়ে শুয়েই আস্তে ধীরে দেই চুমুক,
হাস্‌ছ তুমি? কুচ্‌ না বুঝো আহাম্মুক!
ওয়াই, আর,...বাজ্‌ল যেন অনেকটা,
নাইক আরাম, বিশ্রী কি যে ঠাণ্ডাটা!
চৈত্রমাসে শীতের চোটেই যাবে জান,
ভালো ক'রে দাওনা চেপে কম্‌লী খান।
দরজা খোলা? মেঘ ঢুকেছে, হায় রে হায়,
এবার বুঝি কম্‌লী সমেত গা ভিজায়
দিনের বেলাও ঘরে ঢোকে এম্নি চোর,
এ দেশের এই মেঘ-শিশুরা, ভিড়াও দোর।
ভালের চাম কি রাখ গায়ে? পাওনা টের,
যাবই ফিরে ক'ল্‌কাতাতে কইনু ফের।

কুব্‌লাই—সালাম; উব্‌লাঈ—খোদা; উম্‌ খুলুনি—গরম পানি; ওয়াই, আর—এক, দুই।

গরম হোতে রেহাই পাব এ পাহাড়ে,
হায় রে কপাল ! ঠাণ্ডা ঢোকে হাড়ে হাড়ে।

* * *

কুব্‌লাই, কুব্‌লাই ! ও পিসিবন্‌ তবে আসি,
পড়্‌বে মনে গরম দেশেও তোমার হাসি।
আঁটা সাঁটা দেহখানি ঠোঁটটি পুরু,
ওয়াই, আর,…সবক তুমি দিলে গুরু।
চড়াই উৎরাই ডর না'ক, হেসে খেলে,
চল পথে দু'মণ বোঝা পিঠে ফেলে।
শাবাশ বলি তাকত এবং হিম্মতেরে,
পাহাড় ভেঙে শহর বসাও হেরে ফেরে !
পাথর খুঁড়ে শস্য ফলাও তোমরা মেয়ে,
ভেতো ভীরু বাঙ্গালীরা দেখে চেয়ে !

শোণ নদীর বাঁধ

পাষাণ গাঁথিয়া বাঁধিয়াছে নদী
আছাড়ি পড়িছে তায়,
দুর্ব্বার স্রোত হুঙ্কার করি
উদ্দাম বেগে ধায়।

হেথা কুলুকুলু বাঁশরীতে সাধা
নহে তটিনীর জল,
বজ্র গরজে চণ্ড আহবে
মেতেছে সৈন্যদল।

নিশীথ শয়নে কেঁপে উঠি শুনি
ক্রুদ্ধ ভীষণ নাদ,
এইবার বুঝি গুঁড়া হোয়ে যায়
পাহাড়ের মত বাঁধ।

টুটিতে না পারি পাষাণ প্রাচীর
লঙ্ঘিয়া তারে যায়;
অযুত নাগিনী বিস্তারি ফণা
সরোষে গরজি ধায়।

এত ক্ষুধা আছে তটিনীর বুকে,
এত মায়া আছে প্রাণে ;
নিঠুর মানুষ এমনি নিদয়,
আঘাত তাহারে হানে !

সাগরে চলিছে তটিনীর জল,
তাহাতে এতই বাধা ;
তাহার মাঝারে কাঁদে যেন কোন্
চির বিরহিনী রাধা।

ফল্গু

ধূ ধূ করা বালুচর শুধু
এদেশের এই নদী ;
মরুর নিশ্বাস শ্বসিয়া শ্বসিয়া
বয়ে যায় নিরবধি।

অগভীর জল ক্ষীণ হোয়ে হোয়ে
কোথাও বা যায় মুছি ;
পিপাসায় বারি নাহি এক ফোঁটা
বৃথাই সবারে পুছি।

হায় হায় হায় নদীর বুকেতে
তৃষিতের প্রাণ যায় ;
বাংলার নদী একথা শুনিলে
শরমে মরিবে ঠায় !

বুক ভরা তার উছলে অমিয়
কল্ কল্ কল্ স্বরে ;
হাজার তরণী তর্ তর্ তর্
চলিছে পালের ভরে

বাংলার মেয়ে সেও মধু ভরা,
নাহি জানে রুঠো কথা ;
মমতা জড়ান চোখে মুখে তার
ব্যথিতের তরে ব্যথা।

নাহি আফসোস তবু এই দেশে
খোদ যদি বালুচরে ;
ঝির্ ঝির্ ঝির্ ভেসে উঠি নীর
তৃষিতের তৃষা হরে।

এ দেশের মেয়ে পাষাণেতে গড়া,
মিছে এই অপবাদ ;
পাষাণের মাঁঝে বহে ক্ষীরধারা
কুলু কুলু কুলু নাদ।

হিমালয় হোতে নামে ভাগীরথী,
সরসি কত না দেশ ;
এ পাষাণ হোতে তেমনই নামিবে,
করুণা মোহন-বেশ ।

ফুলঝুরি

(১)

কুল্ কুল্ কুল্
চুল্ বুল্ চুল্
কি মশগুল্,
মুখের বুলি ;
থিড় থিড় থিড়
দাঁড়ান ফির
শিরীণ ক্ষীর
চুমোগুলি ।

তুল্ তুল্ তুল্
বস্‌রাই গুল্
দোতুল দুল
দোলেন তিনি ;
কিন্ কিন্ কিন্
কাঁদেন ক্ষীণ
—সুর মিহীন
আয়রে নিনি !

(২)

কাজল মেয়ে সাঁওলী তারে বল্‌তে হবে বটে,
উঠ্‌তি বয়েস ফুলের কলি ফোটে কি না ফোটে।
ডাগর ডাগর আঁখি দুটি তাকিয়ে রহে পানে,
শরম নাহি জানি তারা স্থমুখে তীর হানে।
লীলা ভরে দুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বেণীর ফিতা,
নূপুর পায়ে বাজিয়ে চলে নয় সে লাজে ভীতা।
কভু বা ফুল খোঁপায় গোঁজে কভুও গাঁথি মালা,
জড়ায় শিরের মেঘলা নীড়ে আঁধার করি আলা।
কভু বা হার কণ্ঠে দোলে পেয়ে কোমল ছোঁয়া,
শিউরে ওঠে অঙ্গ তাহার যায় কি পরাণ খোয়া!
কখনও তার নাচের খেয়াল সঙ্গিনীদের সাথে,
ছড়ায়ে চুল উড়ায়ে ধূল ময়ূর পাখা হাতে।
কখনও ফের গানের নেশায় পা দুটি তার মেলি,
কণ্ঠে বোনে স্থরের যাদু নানান ছাঁদে খেলি।
খিল্ খিল্ খিল্ হাসি কভু ঝিলিক পানা নাচি,
চমক লাগায় বুকের তলায় মরি কিংবা বাঁচি!

(৩)

লহরী লীলায় খেলে সে রঙ্গে
সখীজন সনে বিবিধ ভঙ্গে—
আনন্দ উছাস মধুর গীতি,
হাসি কোলাহল স্নেহ ও প্রীতি ;
বসন আড়ালে লুকায়ে আঁখি,
মধুর অধরে বিজুলী ঢাকি,
নাচিয়া নাচিয়া চলে সে ধনি
মেঝেতে বাজায়ে ঝনন্ ঝনি।
কেমনে বাখানি প্রিয়ারে আমি
মজাল রসেতে দিবস যামী।

সৌন্দর্য্য আনন্দ বুঝি এই সত্যটুক
প্রমাণ করিছে ভবে রমণীর মুখ।

(৪)

উজল কোমল পূর্ণ বদন মণ্ডল,
শীতল সরল শুভ্র আলো ঝলমল।
উদার মধুর স্নিগ্ধ নীরব চাহনি,
গভীর পিরীতি মুগ্ধ প্রেয়সী সজনি।
গরবে ভাস্কর দীপ্ত, লাজে আনমিতা,
আবেশে কলিকা নম্র সুখ পুলকিতা।
মহিমা জড়িত অঙ্গ রাজ রাজেশ্বরী,
সুষমা শোভিত শান্ত স্বরগ অপ্সরী।
চমকে পশ্চাতে কৃষ্ণ আকুল কুন্তল,
আপাদ লম্বিত হৃষ্ট সমীর-চঞ্চল—
সুধীর তরঙ্গ ভঙ্গ গভীর পাথারে,
চুমিছে দেহের জোছ্‌না মুছিতে আঁধারে।
কভু সে মজায় চিত্ত ডুবায়ে চেতনা,
কভু বা জাগায় হর্ষ নাশিয়া বেদনা ;
অকুল রসেতে ধন্য করিছে জীবন,
হরিয়া সকল দৈন্য ভুলায়ে মরণ।

(৫)

কোমল লতিকা লসিত তনু,
কপোল লোহিত পুলক লাজে,
লাবণী তরল চপলা ভাতি,
দোলেরে চিকুর অতুল সাজে।

ললিত লীলাতে কমল আঁখি
কহিছে বারতা কথার আগে,
অলস আবেশে বসিল পাশে,
নাচেরে ধমনী তুফান জাগে।

(৬)

জ্বালায়ে রূপের ধূপ করি আবাহন,
বাঁধিয়াছে প্রেমসূত্রে গুণমুগ্ধ মন ;
রূপের ভিতর দিয়ে বটে পরিচয়,
রূপের অতীত এবে মোদের প্রণয়।

(৭)

রয়েছে শয়নে
এলায়িত তনুভার মায়াকুঞ্জবনে।
দামিনী মূরছি যেন আকাশের গায়,
স্পন্দহীন দেহলতা পূরিত বিভায়।
অপলক আঁখি দুটি—জ্বলে না সে তারা,
স্বপন আঁখির মাঝে হোল আত্মহারা।
নিদ্রাদেবী মুগ্ধ নিজে বিনিদ্র নয়নে,
চুমিছেন চন্দ্রানন হসিত বদনে।
দেহের পরশে শয্যা আনন্দ বিভল,
মরে যেন ক্ষণে ক্ষণে সুখেতে কেবল।

(৮)

কথা তার কথা নয় সুধা প্রস্রবণ,
বয়ে যায় কল কল তর তর বেগে ;
নামে যেন হিমালয় হোতে
মধুভরা স্নিগ্ধ বারিধারা।

শিশুর কুসুম হাসি,
পূর্ণিমা জোছনা রাশি,
কিশোরীর ঘুমন্ত নয়ন,
যুবতীর প্রণয় চুম্বন,
প্রেমিকের মৃদু ভাষা,
রমণীর ভালবাসা,
তটিনীর কুলু কুলু,
কোকিলের কুহু কুহু,
মিলনের মধু গাথা,
বিরহীর মনোব্যথা,
ও কণ্ঠে মাখান।

সুরের সে তীর্থক্ষেত্র,
সঙ্গীতের মিলন মন্দির ;
আনন্দের মূরতি—সে,
চঞ্চলতা তার মাঝে স্থির।

(৯)

আমার এ আমি
আমার সে নয়,
আমারে ফেলেছি
হারায়ে
আমি নাহি আছি,
প্রতি অণু মাঝে
তুমি আছ শুধু
ছড়ায়ে

তোমারি বাসনা
বুকেতে আমার,
তোমারি কামনা
নয়নে ;
ওঠে পড়ে শ্বাস,
প্রতি শিরা মোর
তব নাম জপে
গোপনে

আমার এ দেহ
আমার এ মন
আমার জীবন
সকলি ;
মিশেছে তোমাতে,
তোমা-ময় সব,
'আমি' মিছে কথা
কেবলি

নিমক মহল

(১)

চাঁদ ! তোমারে সকলে কয় আদর করি,
চাঁদের ছবি আছে তোমার বদন ভরি ।
পূর্ণ চাঁদের মতন শোভা আলোয় উজল,
মাঝে আছে সুর্ম্মালেখা নয়ন কাজল ।
চাঁদের দেশে শুনি নাকি পাহাড় ওঠে,
ও নাসা আর ললাটে তার প্রমাণ বটে ।
চাঁদের আছে ষোল কলা কমা বাড়া,
তোমার আছে মেজাজেতে নরম কড়া ।
চাঁদের পিছে অমাবস্যা বিশ্বগ্রাসী,
তোমার পিছে মেঘের বরণ কেশের রাশি ।

(২)

বোলো না আর মনটা যে ভাই ভাল নেইকো মোটে,
বেহদ্দ হার হোল ঘরে কি জানি হয় কোর্টে।
কোলাম তাঁরে, 'আজ কাল ত আর পসার তেমন নাই,
খরচ পত্র এখন কিছু সম্‌ঝে করা চাই।
এসেন্স সাবান আতর টাতর কম কিন্‌লেও হয়,
নতুন নতুন ফ্যান্সী শাড়ী নইলে কি আর নয়?
রোজ সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়া ওটা এখন ছাড়,
হিসেব কিতেব ক'রে চল যতটা যা পার।'
কোলেন তিনি খানিক ভেবে, 'এতই যদি দায়,
ছেড়েই দেব ফাজিল খরচ যেমন অভিপ্রায়;
তোমার কিন্তু তেম্নি তরো করার ক'রতে হবে,
সিনেমা ও টকী হোতে সদাই দূরে রবে।'

(৩)

সজল তাহার কাজল আঁখি চেয়েছিল আমার পানে,
যাবার যখন সময় হোল দীর্ঘ দিনের অবসানে।
আস্‌বে এদিন তাহার আমার দুইয়ের মনেই ছিল জানা,
তবু যে ছার আঁসুর ধারা জানে নাকো কোনও মানা।
'গিয়েই পরে চিঠি লিখো'—এইটি শেষের অনুরোধ,
না পৌঁছুতেই ফেলি চিঠি হিতাহিত যে নাহি বোধ।
চিঠি দিলেই চিঠি আসে—চিঠির আশে চেয়ে রই,
চিঠি দিল পিয়ন এনে বুকের মাঝে ফোটে খই।
হায়রে কপাল! এ যে চিঠি আমারই নিজ হাতের লেখা,
উল্টে দেখি নাইকো তাতে শিরোনামার একটি রেখা।
ডি-এল-ওতে ছাপটি মেরে আক্কেলে মোর দিয়ে সালাম,
পাঠিয়ে দেছে আমার কাছে অতি ব্যস্তের এ পরিণাম!

(৪)

অনেক ভেবে কোলাম তাঁরে, 'দেখ বিবিজান,
ত্যাগ যদিকে কর কিছু তবেই বুঝি টান।'
মিষ্টি হেসে কোলেন তিনি, 'কোর্‌বান হব আমি,
তোমার একটু খুশীর লাগি জেনো ওগো স্বামী।'
কোলাম তাঁরে, 'আচ্ছা, ধর তোমার এই যে চুল,
নিত্য যাতে মাখাও তুমি গোলাব ও বকুল—
বলি যদি দাও ত কেটে দরকার আছে কিছু ?'
'সেই মুহূর্ত্তেই দিব কেটে ফিরব নাকো পিছু।'
'যদি বলি দাও ত দেখি গয়নাগুলো বেচে,
ভাল একটা পার্টি দেব হেসে গেয়ে নেচে ?'
'দিও পার্টি এম্নি যদি হোয়ে ওঠে মন,
তোমারি সখ মিট্‌বে ব'লে রাখি এ জীবন।'
কোলাম তাঁরে, 'দেখ লক্ষ্মী, মনটা কেমন করে,
ও পাড়ার ওই মুন্‌শী বাড়ীর বড় মেয়ের তরে।'
ওরে বাবা, কড়া তেলে পড়্‌ল বুঝি নুন,
সাপের মত ফুঁসে ওঠে মুখটা করি চুণ।

(৫)

অসুখ হোল আমার ভ্যারি নিয়ে বার্লি নিয়ে দুধ,
বারে বারে আসা যাওয়া আপন হাতে দাও ওষুধ।
শিথিল হোল কড়াকড়ি ভেঙে গেল লাজের বাঁধ,
নিউমোনিয়ায় ভুগি আমি মেটে তবু কতই সাধ!
বাঁচাও ভাল মরাও ভাল হেরি যদি মুখখানি,
বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল পলাও যদি বাজ হানি।
বাঁচব আমি বাঁচতে যদি সত্যি ক'রে বল ঠিক,
নয়ত এম্নি মরাই ভাল জীবনেরে শত ধিক।
থার্মোমিটার হাতে ধরি চেপে ধর আমার হাত,
সেই সুযোগে মরতে পারা সেত পাওয়া খাস নাজাত!

(৬)

অমন, দূরে দূরে স'রে যাওয়া ভাল নয়,
প্রাণে যদি প্রীতি জাগে শরম করা ভাল নয়।
বুকে যদি থাকে ব্যথা চেপে রাখা ভাল নয়,
মুখে যদি আসে কথা বেঁধে রাখা ভাল নয়।
চোখে যদি রহে তৃষা ছেপে রাখা ভাল নয়,
আঁখি দিয়ে আঁখি ছ'লে ফাঁকি দেওয়া ভাল নয়।

(৭)

নানান্ দেশে নানান্ ছলে নানা রকম মতে
দেখা হোল পথে।

বোর্কা আড়ে পূর্ণ শশী চোখে নেশা ভ'রে
হঠাৎ নেকাব তুলে ফেলা আমার বরাত জোরে ;
হাসিল্ তবে মক্‌সেদ হোল আর্‌মান হোল ফতে,
দেখা হোল পথে !

গো-যান চলে ক্যাঁচর ক্যাঁচর তুমি তাহার মাঝে,
বাষ্পশকট মোটর গাড়ী একা ও জাহাজে ;
তোমার চাকায় বাঁধা আমি হরেক রকম রথে,
দেখা হোল পথে।

ধূলায় ফেলি পা দু'খানি চল পরিপাটি,
তোমার কোমল ছোঁয়া লেগে শিউরে ওঠে মাটি ;
আমার জীবন নদীর কূলে তোমার জীবন তটে,
দেখা হোল পথে।

দেবরের আদর

সদ্য হারায়ে পতি
আহাজারি করে সতী,
কপোলে ঝরিছে মতি,
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদে ;

'বল বল বল স্বামী,
কেমনে কাটাব আমি
দীর্ঘ দিবস যামী
পাসরি সকল সাধে।'

দেবর দাঁড়ায়ে ছিল,
সময় বুঝিয়া নিল,
প্রবোধ মুখেতে দিল,
'ভেবোনা, ভেবোনা ভাবী।

যাহা চাও তাই দিব,
সব সাধ মিটাইব,
কোন দুখ না রাখিব,
এনে দাও দেখি চাবি।'

সতী কহে, 'এই বাড়ী
বাক্স পেটারা শাড়ী
ধানের চালের কাঁড়ি,
কি হবে, কি হবে স্বামী!'

দেবর কহিল, 'ভাবী,
মিছে মর তুমি ভাবি,
দাও না আমারে চাবি,
সকলই দেখিব আমি।'

সতী কহে, 'এই জামা
কত ফ্যান্সী বিনামা
কোট প্যাণ্ট পায়জামা,
কি হবে, কি হবে হায়!'

দেবর কহিল, 'বাস্,
সকলই করিবে পাস্
আভি সে হামারে পাস,
কেন গো ভাবিছ তায়!'

সতী কহে, 'এই খাট
যেন বা রাণীর পাট,
কেমনে কাটাব রাত
এখন তাহার পরে ?'

দেবর কহিল, 'ছি, ছি !
বক কেন মিছেমিছি
জীবন সঁপিয়া দিছি,
তোমার ভালোর তরে

সতী কহে, 'দু' হাজার
রেখে গেছ ওগো ধার,
কেমনে কি হবে তার
বল বল বল স্বামী !'

দেবর কহিল, 'সে কি ?
আসল তোমার মেকি !
সকলই পারি কি দেখি,
তফাত রহিব আমি।

হেকায়েত ছহি যবানে

শোন সবে মন দিয়া শোনহে কহানি,
আপনা দেলের বিচে সোঁচ তার মানি।
কেনান শহরে এক আলেম আছিল,
মেছের নগরে গিয়া হাজির হইল।
কয় দিন কেটে গেল খুশী খোশালীতে,
এলেম জাহির তার হোল চারিভিতে।
বাদশার বাগিচাতে করিতে সায়ের,
একদা খাহেশ তার হইল আখের!
চলিলেন সেই দিকে কদম কদম,
সাথী কেহ নাহি ছিল তাই কিছু 'গম।'
হাকিম সাহেব এক রাহেতে আসিয়া,
মিলিলেন তাঁর সাথে খোশদেল হইয়া।
বড়ই তাজিম করি নিলেন সাথেতে,
আসমানের চাঁদ যেন পাইলেন হাতে।
এক ছিল দুই হোল খোদার রহম,
কমেরে বেশী করে বেশীরে করে কম।
এইরূপে কিছুদূর গেলেন যখন,
কামেল দরবেশ এক দিল দরশন।
তিন জনে মিলি তবে চলিল সায়েরে,
নানামত বাত করি খোশাল খাতেরে।
অবশেষে বেনে এক আসিয়া জুটিল,
চারিজন মিলি মিশি বাগেতে ঢুকিল।

নার্গেস রায়হান লালা কত মত ফুল,
হাজার ফলেতে ভরা বেহেশতের তুল।
খুশী মত ফল তুড়ি মুখেতে পুরিল,
ফুল হাতে অবশেষে বাহিরে চলিল।
হেন কালে মালী আসি করিল সালাম,
কেবা বট আপনারা কিবা নাম ধাম?
পরিচয় শুনি কহে আলেম হুজুরে,
চান যদি আরও কিছু ফল দেই তুড়ে।
হাকিমেরে মিঠে হাসি করিল তাজীম,
মশ্‌হুর আপনি বটে বোজর্গ হাকিম।
হুকুম করিলে পরে দিই তুলে ফুল।
গোলাব রায়হান কেওড়া অথবা সুম্বুল—
কামেল ফকীর তরে হেঁট করি সের,
কহিল কসুর হোল এই গরীবের।
আপনি লইয়া ফল হাজির হইতাম,
দীন দুনিয়া দোন হাসিল করিতাম।
বেনেরে ডাকিয়া জোরে কয় কড়া স্বরে,
কার হুকুমেতে তুমি এসেছ এ পুরে?
তার পর হাত পাও জিঞ্জিরে বাঁধিয়া,
রাখিল শোয়ায়ে তারে মাটিতে ফেলিয়া।
আলেমে আবার কৈল সালাম তাজিমে,
মিঠে বাত দিয়ে খুশী করিল হাকিমে।

তার পর দরবেশেরে ডাকিয়া কহিল,
আপনারও খাতা কিছু এখানে হইল।
না বলিয়া মেওয়া খাওয়া এই কিগো পীরী ?
বাদশার কাছে নিব ভাঙিব ফকিরী।
এত বলি তাহারেও রাখিল বাঁধিয়া,
আলেমে কহিল তবে হাসিয়া হাসিয়া।
আপনি বিদেশী ভাই যব খুশী হয়,
এখানে আসিয়া খান যাহা মনে লয়।
তার পর হাকিমেরে ধরিয়া জোরেতে,
জিঞ্জির বাঁধিয়া দিল হাতেতে পায়েতে।
আখেরেতে আলেমের ধরি দুই হাত,
হাত কড়ি দিয়ে দিল কহি এই বাত,
আমি ত একেলা আর তোমরা চার জন,
বিদ্যের জাহাজ হোয়েও বেকুফ অধম।
তোমরা সকলে যদি একাট্টা রহিতে,
সাথীর বিপদ দেখি সাথ যদি দিতে।
কি করিতে পারিতাম আমি একা একা,
এখন বুঝিতে পাবে কার কিবা ঠেকা।
বাদশার বিচারেতে হোয়ে গেল শূল,
মনে মনে ভেবে দেখ কিবা হোল ভুল।
কহানি আমার এবে হইল খতম,
গোনা খাতা হয় যদি করিও রহম।

কবিকুঞ্জ

(১)

দেহ শক্তি দয়াময় তব পূর্ণ স্থান,
পারে যেন খুঁজে নিতে এ মানব প্রাণ।
পারি যেন গড়ে নিতে মোর বিশ্বখানি,
তোমার আলোর সুরে ছন্দ তব আনি।
সৃষ্টি তব পূত করি সে আলোক পাতে,
সৃষ্টি মোর আলোকিয়া তার সাথে সাথে

—৮৯—

(২)

জাগাই মোরা গানের ধারা,
স্বপন মোরা দেখি থাকি থাকি ;
সাগর তীরে ভ্রমি একা,
নদীর চরে চিহ্ন রাখি আঁকি।
সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বহারা,
চাঁদের আলো শিরে মোরা মাখি ;
নাচাই মোরা, কাঁপাই মোরা,
দুনিয়াটারে মোরাই সোজা রাখি।
অবাক করা ছন্দে মোরা
নতুন নতুন নগর শহর গড়ি,
ফাঁকা কথার যাদু বুনি
দিগ্বিজয়ের স্বপন মোরা ভরি।
একটি বুকে একটি স্বপন
রাজার মাথায় হানে বজ্রাঘাত,
কয়টি পরাণ একটি গানে
সাম্রাজ্যেরে করে ধূলিসাৎ।
পৃথিবীর সে প্রাচীন দিনে
কাল সাগরে নিলীন যাহা আজ,
নিনেভা যে গ'ড়নু মোরা,
বুকে চাপি দুঃখ ব্যথা লাজ।

বাবেল শহর উঠ্‌ল গ'ড়ে,
তেমনি ক'রে নিয়ে মোদের হাসি ;
রঙীন স্বপন দেখ্‌নু তখন,
বেদন যত গেল কোথায় ভাসি।

ভবিষ্যতের বাণী দিয়ে
আবার তাদের করি চূর্ণচার,
গাইনু মোরা বিজয়-গাথা
অনাগত নতুন দিনের আর।
যুগের পরে যুগ যে আসে
অর্থ জানি আর কিছু নয় তার,
স্বপন শেষে স্বপন আসে,
স্বপনেরি চির অভিসার। *

অনুবাদ : O'Shaughnessyর Ode.

(৩)

মনে পড়ে আজ হেসেছিলে তুমি,
লিখেছিনু যবে নামটি তোমার
সিন্ধু-সিকতা পরে।
কয়েছিলে মোরে, 'কি অবোধ শিশু!
বালুকা উপরে রহে কি গো লেখা
একটি দিনের তরে?'
তার পর হোতে লিখিয়াছি নাম,
সাগরের বারি মুছিবে না তায়,
রবে লেখা চিরকাল।
কত দেশে দেশে যাইবে সে নাম,
কত কোটি মুখে ধ্বনিবে সে গান,
কত যুগ কত সাল। *

* অনুবাদঃ Landor হইতে

(৪)

তুচ্ছ আমি, তুচ্ছ আমার ব্যথা নয় ;
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষুদ্র তোমার কথা নয়।
আমার ব্যথা তোমার কথা দুয়ে মিলি,
বুনিয়া যায় রেশমী সূতার ঝিলিমিলি।
ডাগর হোলেও আঁখি তোমার কতই বড়,
তার অতলে তলিয়ে গেলাম কেমন তরো।
আঁসুর ফোটা এত্তটুকু তারি বাণে
ভরা ডুবি হোল কি মোর পরাণ জানে !
তোমার মুখের হাসি সে আর কতই মিঠে,
ছুরির মত বিঁধল তবু বুকে পিঠে।
ক্ষুদ্র হোলেও আজকে তুমি রাণীর রাণী,
লায়লী এবং শিঁরী হোতে বড়ই মানি।
তুচ্ছ হোলেও মাথায় আমার কবির সাজ,
হাফেজ রুমীর ভূষণ যে এই কাঁটার তাজ
সাদী জামীর দরজা পেলাম তোমায় বরি,
তা কেয়ামত বাজবে আমার বিজয় ভেরী।

(৫)

কবির যে ভালবাসা
নহে তা একার তরে ;
বিশ্ববাসী পিবে সুখ
তার সুখ সরোবরে ।
নরনারী লভে তৃপ্তি
পিয়ে মোর প্রাণ মধু ;
এস তবে এস প্রাণে,
ওগো কবি প্রাণ বঁধু ।

(৬)

স্থন্দরের তৃষা যার
অস্থন্দর পরশে না তায় ;
বরষে একটি বার
হেরি যদি মুখ তার,
যত মলা যেথাকার,
মুহূর্ত্তেকে সব লয় পায়।
হৃদয়ে স্বরগ আঁকা,
প্রেমের পরশ মাখা,
লালসা কলুষ লেখা
আপনি মুছিয়া যায়।

(৭)

সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যে নহে, নহে গো নয়নে ;
সৌন্দর্য্য প্রিয়াতে নহে প্রেমিকের মনে।
কালগুণে প্রাণ করে প্রেমসুধা বৃষ্টি,
কে জানে কাহার তরে কার হয় সৃষ্টি ?

(৮)

প্রবৃত্তিরে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে
ছেড়ে দাও প্রমুক্ত আত্মারে ;
কামনারে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে
হও মগ্ন রস-পারাবারে।

প্রেমামৃতে সিঞ্চি দেহ মন,
সুন্দরের কর আরাধনা ;
মঙ্গলেরে করিয়া স্মরণ
আনন্দের করহ সাধনা।

পুণ্যসূত্রে বাঁধি কথাগুলি
উচ্চ কণ্ঠে কর তবে গান ;
রুদ্ধ করি হিংসার দুয়ার
ঊর্দ্ধে তোল মুক্তির নিশান।

(৯)

তুমি দিয়েছিলে হাসি,
আমি বাজাইনু বাঁশী ;
তুমি কোরেছিলে মান,
আমি গেয়েছিনু গান ;
তুমি এনেছিলে গন্ধ,
আমি গেঁথেছিনু ছন্দ ;
তুমি সাজাইলে ডালা,
আমি পরাইনু মালা।

(১০)

পথমাঝে চেনা শোনা,
পথমাঝে ভালবাসা,
পথেতেই প্রাণ বিনিময় ;
কত সুখ কত আশা
পথমাঝে জাগি পুন
পথেতেই হোয়ে যায় লয়

(১১)

শত ঝঞ্ঝা মাঝে
নেমে আসে শান্তি কোথা হোতে,
ভুলে যাই সব যেন মুহূর্ত্তের তরে,
ভুলে যাই ভাবনা বেদনা ;
মনে হয় আসিয়াছি স্বাধীন স্ববশ,
প্রকৃতির কোনও এক রম্য নিকেতনে,
শ্যামল শীতল শান্ত বনচ্ছায়া ঘেরা—
ফুল্ল ফুল মধু হাসে,
অদূরে রজত রেখা ক্ষীণ স্রোতস্বিনী,
তর্ তর্ ব'য়ে যায় ;
লতাকুঞ্জ সাজান বিবিধ ছাঁদে—
তারি এক কুঞ্জ মাঝে
মনে হয় আছি চেয়ে
একখানি প্রিয় মুখপানে উজল সুন্দর,
শরত চাঁদের মত পূর্ণ নিরমল ;

নয়নেতে প্রেম আছে আঁকা,—
উথলিয়া ওঠে বুক,
মেলি দুই বাহু চাই ধরিবারে,
প্রস্ফুট জোছনা খানি।
—সহসা ফুরায় স্বপ্ন,
মিলাইয়া মরীচিকা
শুকায় শ্মশান সম দগ্ধ মরু মাঝে।
সহস্র বৃশ্চিক আসি এক সাথে করি আক্রমণ
বহায় শোণিত ধারা,
ফিরে আসে নিষ্পেষিত দারুণ জীবন।

(১২)

একদা তোমার আঁখি দুটি ভরি
জেগেছিল কি যে ভাষা,
শরম জড়িত ব্যাকুল আবেগে
কোয়েছিল ভালবাসা।
সে মধু চাহনি তড়িত কাঁপনি,
মিলায়ে গিয়াছে স্বপনেরি মত,
নিশে গেছে সুখ আশা।
ঝরা ফুল রাশি কুড়ায়ে কুড়ায়ে,
ভরিনু আমার সাজি,
তাই দিয়ে গাঁথা মালাটি তোমারে
পরাতে এনেছি আজি।
মলয়া বহিয়া গিয়াছে চলিয়া,
পরশ মধুর পুলক স্মৃতিটি
শুধু আজ নিয়ে আসা।

(১৩)

বিংশতি বৎসর পরে যেত বা মুছিয়া
তোমার সুষমারাশি হৃদি পট হো'তে ;
ধন্য এ কবিত্ব, বাঁধি যার ছন্দোমাঝে,
রাখিনু তোমারে আজো ফুল্ল পুষ্পদামে।
হারায়েছে রূপ তব হারালে যৌবন,
স্মৃতি তারো আজ হায় ভোলা ভোলা প্রায় ;
আমার ভারতী মাঝে আছ তবু তুমি
অধিষ্ঠিতা গরবিনী সম্রাজ্ঞীর রূপে,
অনন্ত মাধুরীময়ী অনন্তযৌবনা।
অর্দ্ধ শতাব্দীর পরে হেরি এই লেখা,
ডাকিবে উচ্ছ্বাস বাণ সে শুষ্ক হৃদয়ে ;
অর্দ্ধ শতাব্দীর পরে ? কে জানে তখন
কোথায় রহিবে তুমি কোথায় বা আমি,
কোন্ সাগরের জলে যাইবে ভাসিয়া
জীর্ণ ছিন্ন শুষ্ক এই কবিতার মালা।

বেলাশেষে

(১)

টলটল শিশিরের মত
পূরেছিল তোমার যৌবন,
বিশ্বের সুষমা লুটি
প্রতি অঙ্গ ফুটে উঠি
বিবশ করিয়া দিল মন।

সুষমা গিয়াছে ঝরি,
দেহ শুধু রোল পড়ি,
আলসে এলায়ে এবে হায় ;
ভরা শুধু অবসাদ,
জীবনে নাহিক সাধ,
শ্লথ তনু বহিছ হেলায়।

বিসর্পিত বেণী নাই,
দোলে না সে তালে তালে
কালো ছায়া দিল দেখা
আঙুরের মত গালে।

(২)

দিন চলে যায়—
উন্মত্ত এ অগ্নিশিখা চাপি বক্ষে হায় ;
সুন্দরের অভিলাষী হৃদয়ের তৃষা
মিটিল না এ জীবনে, হারাইয়া দিশা
ফিরি শুধু দিকে দিকে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ,
ক্ষুধা মিটাইবে হেন নাহি হায় কেহ।
স্বপনে যে শোভা হেরি মুগ্ধ আঁখিদ্বয়,
স্বপন ফুরায়ে গেলে মিথ্যা সবই হয়।
জাগ্রতে স্বপনে যদি এত ব্যবধান,
জাগরণ নাহি চাহি, চির স্বপ্নখান
দাও টানি আঁখি পরে, জ্ঞানের শলাকা
আর সেথা পশিবে না তীব্র দীপ্তিমাখা।
শীতল মরণ আসি ঘুম পাড়াইয়া,
চিরতরে দিক সব ব্যথা মুছাইয়া।
যে আলোকে আলোকিয়া একদিন আমি
হেরেছিনু মন্ত্রমুগ্ধ ওগো অন্তর্যামী

তব বিশ্ব-পরিবার, ছিল নাকো যথা
কোন দুঃখ কোন দৈন্য কোন মলিনতা—
সে আলোক নিভে গেল একটি ফুৎকারে,
প্রপীড়িয়া শান্তিপ্রীতি অন্তহীন ভারে।
হারায়ে তাহারে হায় জীবনের মাঝে,
আঁধার ঘিরিয়া আসে সর্ব্ব চেষ্টা কাজে

(৩)

কল্লোল ফুরায়ে গেল, কালের কবলে
যৌবন জোয়ার তব হারাইল ধারা।
একদা সহসা আসি যেই বারিরাশি
জাগাইল রূপরসে যৌবন তোমার
অতর্কিত কৈশোর সন্ধ্যায়; মজাইয়া
দুইকূল উদ্দাম প্লাবনে, কাঁপাইয়া
নাচাইয়া মাতাইয়া হিয়াখানি মোর;
জীবন মধ্যাহ্ন-ক্ষণে যেই স্রোতোধারা
নিথর পাথার প্রায় দাঁড়াল নীরবে,
আজি হায় শুকাইল তাহা; ক্ষীণকায়া
স্রোতস্বিনী বহে কিনা বহে, বালুরাশি
সিকতায় ধূ-ধূ-ধূ-ধূ করে, নিরাশার
স্বপ্ন যেন পড়ি আছে মরু-বক্ষ মাঝে।

তীরেতে দাঁড়াইয়া আছি আমি বৃদ্ধ বট,
শুষ্ক মূল রুক্ষ জটা শীর্ণ শাখারাশি,
চির মৌন মুনি সম চির পুরাতন।
কোথা রস কোথা স্নেহ কোথা সুধা হায়,
কোথায় তৃষ্ণার বারি মৃত সঞ্জীবন!

(৪)

আকাশ পানে চাহিয়া রই,
চিনি না মোর কোন্ তারাটি।
আমার যে ফুল ঝর্‌ল ধরায়,
হোথায় গিয়ে ফুটল না কি।
যে তারাটি বেশী উজল,
সে বুঝি মোর নাই বা হবে;
যে তারাটি হাসি হাসি,
আমার তারে কেবা কবে।
আমার তারা মলিন মুখে,
ক'র্‌ছে কোথায় মিটি মিটি;
আর তারারা ভিড় ক'রে তায়
ঘিরেই থাকে নিতি নিতি।

আমি তাহায় চিনি নাকো,
সে আমারে চিন্‌ছে ঠিক ;
আমার পানে তাহার আঁখি
চেয়েই আছে নির্নিমিখ।
ঘোর নিশীথে আমার আঁসু
বহে যখন বাঁধন হারা,
তার নয়নে আলোর ফোঁটা
টপ্‌কে যেন কাঁদন পারা।
তাহার তরে রচি যবে
কণ্ঠভরা বেদন সুর,
অসহ সেই রোদন-ঘাতে
নেমেই আসে খানিক দূর।
ভুলটি তখন পড়ি মনে,
যায় সে ফিরে আকাশ পথে ;
আমায় ডাকি তাহার পাশে
খবর পাঠায় আলোর রথে।

(৫)

এত ভালবাসা কোথা হোতে আসে ভেবে কিছু নাহি পাই,
চোখে এত জল কেবা দিল বল সাগর সেথা ত নাই !
এত যে দরদ ছিল মোর বুকে তাহার মুখের লাগি,
কি ফল লভিনু নাম ধরি ডাকি এত নিশি নিশি জাগি,
হাড়গুলি তার খাক হোয়ে গেল আঁধার গোরের মাঝে,
এ ছার আঁসু যে তবু না শুকাল কেন এত ব্যথা বাজে ?
স্বরগ হইতে আসিল কি প্রেম তরিবে আমারে ব'লে,
নরক অনল নিভায়ে ফেলিবে আঁখি মোর গ'লে গ'লে ?
বিচারের দিনে হিসাব নিকাশ পুছিবেন যবে স্বামী,
শুধু দুটি কথা কব নত মুখে, 'ভালবাসিয়াছি আমি।'

(৬)

সে যে ছিল মোর কুসুম লতিকা,
বিজলি জ্বলিত অঙ্গে তার।
রূপের লহরী খেলিয়া সতত
গতিতে মিশাত সুষমা সার।
অণুতে অণুতে ফুটিত লাবণী,
দুলিত আকুল কেশের ভার।
কোমল আঁখিতে মদিরা মাখান
জাগাত পিয়াসা বুকের হার।
ছলিয়া ক্ষণিকে পলাত ক্ষণিকে,
সে বিনা জীবন ছিল অসার।
চ'লে গেছে সেই আমি রনু প'ড়ে,
ঘেরে চারি দিকে শুধু আঁধার!

(৭)

ফিরে এস, ফিরে এস ! গৃহে মোর সারারাত জ্বলিতেছে আলো,
তারই মত সারারাত অপলক আঁখি দুটি জাগে আর জ্বলে ;
সারারাত তারই মত ঝুরি ঝুরি হই আমি মসী মাখা কালো,
প্রভাত আসিয়া কহে ফিরিবে না কভু আর যে গিয়াছে চলে ;
ডাকি আমি বার বার ফিরে এস, ফিরে এস ব'লে।

তারই মত ক্রমে ক্ষীণ হই ওগো সীমাহীন দুখ ও ব্যথায়,
তারই মত জ্ব'লে জ্ব'লে সারা হই, ক্রমাগত সারা হই জ্ব'লে ;
তারই মত জ্বালাইয়া আনন্দের যত তেল ছিল এ ধরায়,
জ্বালাইয়া রাখি বাতি পথে তব এস বঁধু, এস বঁধু চ'লে ;
ডাকি আমি বার বার ফিরে এস, ফিরে এস বলে।

আকাশেতে পূবে হাওয়া ডাকে যবে তারই মত তারই মত আমি
চমকি কাঁপিয়া উঠি, এ পরাণ তারই মত ভয়ে ভয়ে দোলে ;
আশার পতঙ্গ সব উড়াইয়া ডানাগুলি আসে হায় নামি,—
আঁধার রাতিতে উড়ি প'ড়ে মরে, পুড়ে মরে সে অনলে জ্ব'লে
যে আলো জ্বালায়ে রাখি পথে তব এস বঁধু, এস বঁধু চলে ;
বার বার ডাকি আমি ফিরে এস, ফিরে এস বলে।

তারই মত যে আগুনে গ'লে গ'লে ক্রমে আমি সারা হোয়ে যাই
পোড়ায়ে আমারে করে আলোকের শিখাসম, দেহ যবে গলে
আত্মা মোর হয় যেন শুদ্ধ পূত আলোকের শিখাসম, তাই,
বর্দ্ধমান সে আলোকে দেখি আমি যেন কোন্'দূর দূরাঞ্চলে,
তারকার মত যেন প্রেম মোর ছাড়ি মোরে জ্বলিছে সদাই,
জ্বালাইয়াঁ রাখি বাতি আঁধার সাগর পথে এস বঁধু চ'লে ;
ডাকি আমি বার বার ফিরে এস, ফিরে এস ব'লে।

ফিরে এস, ফিরে এস! সারারাত দেখি তারে কেবলই যে জ্বলে,
সারারাত মোনাজাত করে যেন উঠাইয়া দুইখানি হাত ;
মোনাজাত করে যেন ফিরে আসে বঁধু মোর সব বাধা দ'লে।
দিন এসে তারকারে কারামাঝে বন্ধ যেন করে অকস্মাৎ,
আলোক নিষ্প্রভ হয় তবু সে যে সারাদিন ধিকি ধিকি জ্বলে,
সারাদিন আশা রাখি বুকে তার ফিরে তুমি আসিবেই ব'লে।

দিবসের তাপে সে যে ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হয় প্রতিভাত,
অটুট ধৈর্য্যের সাথে শিখা তার তবু যে গো মৃদু মৃদু জ্বলে ;
ডাকি বঁধু বার বার ফিরে এস, ফিরে এস ব'লে
ফিরে এস, ফিরে এস! কি জানি কি ঘটে প্রিয় হয়ত বা তুমি
চাবে যবে ছুঁইবারে, এ প্রদীপ একেবারে নিভে যাবে জ্ব'লে ;

দূর হোতে চেয়ে চেয়ে দেখ যবে গবাক্ষেতে শিখা তার ঝলে,
হয় ত বা গৃহমাঝে আসি যবে চা'বে তুমি নিতে তারে চুমি,
দেখিবে যে নিভে গেছে আঁখি দুটি, বক্ষে মোরে ধরিয়াছে ভূমি ;
নাহি কেহ ম্লানমুখে তোমারে যে ডেকে নেবে এস এস ব'লে।
একটুকু ছায়া শুধু, বাতাসেতে দুলি দুলি একটুকু ধূমই,
আছে শুধু তোমা তরে, শিখাহীন ভস্ম শুধু ; যন্ত্রীহীন কলে,
উত্তাপ বুঝি বা আছে—আগুন নিভিয়া গেছে ধিকি ধিকি জ্ব'লে।
জ্বলিল সে ধিকি ধিকি প্রিয় তুমি আসিলে না, আসিলে না ব'লে,
আলোকের শেষ কণা দিল সে যে তুমি প্রিয় আসিলে না ব'লে,
শেষ কণা আলো তার তোমারই যে পথ চাহি ধিকি ধিকি জ্বলে,
ডাকি বঁধু বার বার ফিরে এস, ফিরে এস ব'লে। *

* অনুবাদ : Dobellএর Return.

(৮)

'আজো তুমি তেম্নি আছ', কোয়েছিলে মধুর ভাষে,
খোশ নসিবের জোরে আবার পেলাম যখন তোমায় পাশে।
'কোর্‌বান তোমার পায়ের তলায় আজো আছি তেম্নি আমি,
আর কিছু যে নাই তেমনই বিষের জ্বালায় দিবস যামী ;'—
শুনে কথা মুচ্‌কে হাসি আপন হাতে সাজিয়া পান,
দিলে আমার নজরানা চুমে নিলাম স্নেহেরি দান।
কোলাম আমি, 'কেমন থাকি তা তুমি কি নাহি জানো ?
মজনু কেমন লায়লী জানে একথা কি নাহি মানো ?'
আঁধার মেঘে ছাইল বদন, আমার বুকের সুরাখ হায়
মিলনের এই মধুর ক্ষণে ক'রল বুঝি ঘায়েল তায়।
দোঁহার চোখে আঁসুর ধারা ক'রল শীতল বিষের বিষ,
মুখে মুখে চেয়ে চেয়ে কথা কওয়া অহর্নিশ।
মনের কোণে কার কি আশা কার কি ব্যথা লুকিয়ে রয়,
জাহির হোল একে একে কিছু যে আর গোপন নয়।
জমানার কি ফেরেব-বাজি এমনই সে ঘোর জাহেল,
এত ক'রেও মন পেলাম না হোল সে যে ফের্ কাতেল।
এ জুদায়ীর দাওয়া যে নাই জমানা হায় বেদেরেগ
হান্‌ল আবার মোদের শিরে জহর ভরা কহ্‌রী তেগ।

(৯)

স্নুন্সান্ বাড়ী খা খা করে ইট পাথরের রাশে,
—হঠাৎ যদি আসে !
একলা বসি চলছি লিখি গাঁথি ফুলের মালা,
তাজা কুসুম কোথায় পাব ? সাজাই আমার ডালা
বিশ বছরের বাসি ফুলে, এমন সময় পাশে
হঠাৎ যদি আসে !
কহিবে সে মুচ্‌কি হেসে মিশায়ে আঁসুর ফোঁটা,
'বিত্তে জাহির ক'রেছ খুব ; একটি খাতা গোটা
ভ'রেছ যে আমার কথায়, কাজ নাইকো কিছু ?'
'একটা নহে আরও আছে,' মাথা করি নীচু
কইব তারে। শুনি তখন আমার মুখের কথা
টেনে নিয়ে বুকে তাহার, 'বড়ই দেখি ব্যথা
বাজিয়াছে তোমার বুকে !' কইবে কোমল ভাষে,
—হঠাৎ যদি আসে !
লেখার বোঝা দূরে ঠেলে কলমটি দূর ক'রে,
লুকিয়ে মুখ তাহার বুকে যাব বুঝি ম'রে !
পথের পানে চেয়ে চেয়ে থাকি ত সেই আশে,
—হঠাৎ যদি আসে !

(১০)

'হাতটি ধ'রে তুলতে হবে', ক'য়েছিলে আমায় হেসে,
ভিড়্‌ল যবে আমার তরী তোমার নদীর তীরে এসে।
আজো আমার হাতে আছে তোমার হাতের কোমল ছোঁয়া,
মরুর মাঝে কুসুম ফোটে সাথে ওঠে ব্যথার ধোঁয়া,
প্রিয় গো মোর! শুকায় নদী কোথায় তরী বাইব হায়,
বালুই কেবল চতুর্দ্দিকে জলের রেখা নাইকো তায়।
জানি ওগো এই নদীতে আস্‌বে নাকো বন্যা আর,
ভাঙ্‌ছে তরী বালুর চরে মিছেই শুধু হাহাকার।
চল্‌ছে যে লু হু-হু-হু-হু আগুন ঢালি আগে পাছে,
জানিনা আর কতই দহন সহ্য করার তাকত আছে!

(১১)

চঞ্চল এই বায়ু-কম্পন,
চঞ্চল যত বন উপবন,
তার মাঝে আজ ভেসে আসে মনে
চঞ্চল কার মুখ ছবি খানি।

বজ্র বিষাণ বিদ্যুত হাস,
অন্ধ তিমির ঘোর ঘন রাশ,
তার মাঝে আজ শুনি যেন কানে
গুন্ গুন্ কার কণ্ঠের বাণী।

ঝর্ ঝর্ ঝরে বরিষার জল,
দুর্গম পথ ভাসে ধরাতল,
তার মাঝে আজ ছুটি কার পানে,
দূর কত পথ সেও নাহি জানি।

(১২)

ওগো পথ, কতদূর নিয়ে যাবে টেনে
ভুলায়ে আমারে আর মিছে ছলনায় ?
নাহি ঘর, নাহি ছায়া, নাহি সাথী কেহ,
ঘনাইয়া আসিতেছে নিশার আঁধার,
ক্ষান্ত কর এবে তব আশার কুহক।
জানি আমি ফিরে কভু পাব না তাহারে,
তবু খুঁজি লুব্ধ চিতে মুগ্ধ মত্ততায়
অনন্ত অনন্ত কাল। যাই ফিরে ঘরে,
সেই লোকালয়ে যেথা প্রতি রন্ধ্র মাঝে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝঙ্কারিছে নূপুর শিঞ্জন।
জানি ওগো ঋষি, তুমিও পেয়েছ দুখ—
বক্ষোমাঝে ধরি তার পদ কোকনদ
পরক্ষণে হারায়েছ। তাই শুষ্কমুখে
প্রস্তর কঙ্কর কাঁটা সহি পলে পলে,
দগ্ধ তপ্ত বালুকায় দেহ এলাইয়া
চলিয়াছ খুঁজি, ব্যর্থ ব্যর্থ দুরাশায়।

বন্ধু, দেহ মোরে ছাড়ি বন্ধ অন্ধ গৃহে,
যাও তুমি ছুটি অনন্ত অসীম পানে ;
খোঁজ যদি কোনও দিন কেহ তার পাই
মিলিব আবার মোরা, প্রস্ফুট কুসুম
বিছায়ে আঁচলে যেথা আছে স্মিত মুখে
আমাদের তরে মালা গাঁথিবার ছলে।

সম্ভাষণ কবিতার বর্ণনাগুলির সহিত মুসলমানের অতীত ইতিহাসের অতি নিবিড় সম্বন্ধ। এ সম্পর্কে নওরোজ লেখকের নিম্নের তিনখানি ইতিহাস পুস্তক উল্লেখযোগ্য। পাঠক পাঠিকাগণ সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে ইহাদের যে কোনও একখানি দেখিতে পারেন। বলা বাহুল্য, ঘটনাগুলির সহিত পরিচিত হইলে কবিতাটি অধিকতর উপভোগ্য হইবে।

ইস্‌লামের ইতিহাস—ইহাতে আছে হজরত মহম্মদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমগ্র মুস্‌লিম জাহানের ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী এবং বিভিন্ন দেশের কীর্ত্তিকলাপ ও জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার আলোচনা। পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যের একখানি অমূল্য সম্পদ। মূল্য আড়াই টাকা।

ইস্‌লামের ইতিকথা—এই পুস্তক ইস্‌লামের ইতিহাসের সহজ ও সুলভ সংস্করণ। আকারে ইস্‌লামের ইতিহাস অপেক্ষা ছোট হইলেও ইহাতে প্রয়োজনীয় কোন ঘটনা বাদ দেওয়া হয় নাই। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইস্‌লাম কাহিনী—এই পুস্তক ইস্‌লামের ইতিহাসের আরও সরল ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; ছোট বড় সকলের উপযোগী। মূল্য আট আনা।